সঞ্জুক্তা-স্বয়ম্বর নাটক ।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

রচিত ।

“ কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥”

কলিকাতা ।

সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি
কর্ত্তৃক বাহির মৃজাপুর ১০২ সঙ্খ্যক
ভবনে মুদ্রিত ।

১২৭৪ ।—১৮৬৭ ।

মদেকপ্রাণ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার দত্ত

সুহৃদ্বর সমীপেষু।

ভ্রাতঃ! যেরূপ কুলকামিনীগণ পতিভবনে সহস্র সুখে সুখিনী হইলেও দুঃখী পিতার গৃহে যৎসামান্য ভোজনাদি করিয়া সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করে, এবং লোকে প্রবাসে রাজ্যলাভ ও অসামান্য সম্মান সম্ভোগ অপেক্ষা স্বদেশে পর্ণকুটীরে থাকিয়া আত্মীয়গণের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়া সুখী হয়, সেই রূপ পরমেশ্বর প্রসাদাৎ সঞ্জুক্তার রঙ্গস্থলে সুবিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের বহু প্রশংসাভাগিনী হওনাপেক্ষা তোমার সন্তোষে আমাকে পরিতৃপ্ত করিবে। আমি শৈশবাবধি একত্রে বাস, অধ্যয়ন ও ক্রীড়াদি করিয়া তোমার গুণগ্রাহিত্ব বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, এবং রাজকুললক্ষ্মী সঞ্জুক্তার বেশরচনা কিরূপ হইয়াছে, তদ্বিচারে তোমাকেই যোগ্য বোধে এই নাটকখানি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, এক্ষণে পাঠে সন্তুষ্ট হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত।

অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৮	সাজাইল	বসাইল
১২	১৮	বীরতায়ে	বীরতাতে
১৩	১১	সেতুর	কেতুর
২১	১০	ভিন্ন কি	ভিন্ন যশঃ গান কি
ঐ	ঐ	দুষ্ট অন্তরে	দুষ্ট আমার অন্তরে
২৮	১৫	রিবেন	করিবেন
৪৭	২	রোধিয়ে	রোধিবে
ঐ	ঐ	কবে	করে
৫৮	১৫	বোলেচ	বোলেচে
৬৪	৮	নজ্জা	লজ্জা
৬৫	১৪	একন	এখন
৬৭	১৭	ককন	কখন
৬৮	১	ককনো	কখনও
৯১	১১	না। তাহা	না তাহা
৯৫	১০	ছেলে মানুষ	ছেলে

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

জয়চন্দ্র ...	... কান্যকুব্জপতি।
পৃথ্বীরাজ ...	... আজমীর ও দিল্লীপতি।
ভীমসিংহ ...	... পত্তনপতি।
প্রমর ...	... আবুপতি।
নাহারারেও ..	... মণ্ডোরপতি।
সালবাহন ...	... জসল্মিরপতি।
পুঞ্জ ...	... চণ্ডারপতি।
	ইদরপতি।
	গোয়ালিয়ারপতি।
হাম্বির ...	... বুন্দিপতি।
	বারাণসীপতি।
কীর্ত্তিচন্দ্র ...	... বঙ্গপতি।
সিদ্ধরাজ ...	... অনলবারাপতি।
	ধরপতি।
সমরসিংহ ..	.. মিবারপতি।
চন্দ্র ...	... পৃথ্বীরাজের ভাট।
মধুমুখ ...	... জয়চন্দ্রের বিদূষক।
বসন্ত সখা ...	... পৃথ্বীরাজের বিদূষক।
তক্ষকেশ ..	.. পৃথ্বীরাজের ধ্বজবাহক।
পর্দ্ধন ...	.. জয়চন্দ্রের মন্ত্রী।

কোষাধক্ষ্য, ভাট, দূত, বাজী, দ্বারবান্ সৈনিক প্রভৃতি।

স্ত্রীলোক।

সঞ্জুক্তা ...	... জয়চন্দ্রের কন্যা।
মধুমালতী } চারুশীলা } ..	... সঞ্জুক্তার সখী।
রাজ্ঞী ...	... জয়চন্দ্রের স্ত্রী।

সঞ্জুক্তা-স্বয়ম্বর নাটক।

গীত।

সত্যসনাতন করুণাপারং। ত্রিভুবন-কারণ বিগতবিকারং।
নিত্য-নিরঞ্জন রহিতাকারং। প্রণমতি দীনো জগদাধারং॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

অতুল্য অমূল্য রত্ন পর্ব্বত-আলোক
নামেতে বিখ্যাত মণি হীরক-প্রধান,
গুজ্জররাষ্ট্রের পতি, যাহা ভক্তিভাবে
সাজাইল পূর্ব্বে প্রভু জগন্নাথ-শিরে;
তাহার স্থানেতে এবে কাচ কদাকার
শোভে অন্য জ্যোতিঃ বলে দীপি ঝকমকে।
সেইরূপ, কালিদাস, ভরত প্রভৃতি
মহা মহা কবিকুল দৃশ্য কাব্য লিখি,
যে ভারত ভূমির তুষিলা পুত্র সবে;
তাঁহার, সময় গুণে, হীন পুত্রগণ
নাটক লিখিয়া লভিতেছে যশঃ-সুধা,
কৃপাময় দর্শকগণের কৃপাবলে।

এ সকল দেখি এই অজ্ঞান বামন,
লোভবশ হয়ে, বিস্তৃত করেছে বাহু
পেতে যশঃ ফল, যাহা প্রাংশুজন লভে।
তবে যদি গুণিগণ নিজ নিজ গুণে,
উন্নত করেন এই হীন অন্ত্যজনে,
কি বিচিত্র যশঃফল আস্বাদিতে সুখে?
মহতের কৃপা কবে অধমে না তরে?

(নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়ে! যদি নেপথ্য-বিধান সমাপন হইয়া থাকে, তবে রঙ্গস্থলে আগমন কর।

নটী। (প্রবেশ করিয়া)।

গীত।

শিশির হইতে শেষ ঋতুরাজ পশিল।
কি মোহন বেশে দেখ ধরা ধনী সাজিল॥
কোকিল কূজিছে বনে, গুঞ্জরে ভ্রমরগণে,
আনন্দে মধুপকুল, মধু লোভে ছুটিল।
বিবিধ কুসুমদলে, লভি সুখে পরিমলে,
শীতল সুরভিশ্বাসে সমীরণ বহিল॥

সূত্র। প্রিয়ে! অদ্য এই গুণিগণপূর্ণ সভা তোমার অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত হইয়াছে, কোন নাটকের অভিনয় কর।

নটী। আর্য্য! আমার এরূপ কি শক্তি যে পণ্ডিত-গণকে সঙ্গীত-সুধারস-বিশিষ্ট নাটকাভিনয় প্রদর্শনে পরিতুষ্ট করি। অভিনয় ত্রুটি হইলে পারিষদগণ রুষ্ট হইতে পারেন।

সূত্র। প্রিয়ে! এরূপ সন্দেহ করা অযুক্ত. মহ-ল্লোকের এ প্রকার স্বভাব নহে। শিশু-সন্তানের অপরিস্ফুট ও অসংলগ্ন বাক্য শ্রবণে পিতা মাতা যেরূপ সন্তুষ্ট হয়েন, পণ্ডিতগণও বিদ্যানুরাগিতা বশতঃ তদনুশীলনকারীদিগের রচিত প্রবন্ধ অস্পষ্ট ও অসং-লগ্ন হইলেও সন্তোষ লাভ করেন। আর তাঁহারা প্রশংসা-লোলুপ নহেন, সুতরাং প্রশংসা করিতে কার্পণ্য করেন না; অতএব শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত বিরচিত সঞ্জুক্তা-স্বয়ম্বর নাম নাটকের অভিনয় কর।

নটী। আর্য্য! এক্ষণে সকলেই দেশহিতসাধনের ইচ্ছুক, এবং উপদেশ-গর্ভ প্রবন্ধই শুনিতে অভিলাষী হন, তা নাথ, সঞ্জুক্তা-স্বয়ম্বর নাটকে উপদেশ কি আছে?

সূত্র। প্রিয়ে! সামান্য স্বভাব বর্ণনাতেও লোকের মনোরঞ্জন হয়, এবং উপদেশ গ্রহণ করিলে সকল বিষয় হইতে করা যায়; আর ইহাতে উপদেশও আছে, কিন্তু লেখক যে উপদেশ প্রদানেচ্ছায় এই গ্রন্থ রচনা করি-য়াছেন, তাহা আমার বলা উচিত নহে, শ্রোতৃগণের মুখেই তাহা শুনিবে।

নটী। আর্য্য যুক্তই বলিয়াছেন, তবে আরম্ভ করি।

গীত।

করি মিনতি সবায়।
আরম্ভিনু অভিনয় নাথের কথায়॥
আমি দীন হীন জন, করি রস আলাপন,
কেমনে তুষিব বল, এ হেন সভায়।
একে নব কবিকৃত, তাহে আমি অদীক্ষিত,
নিজ গুণে কৃপা করি, ক্ষমিবে আমায়॥

সূত্র। প্রিয়ে! ঐ দেখ কান্যকুব্জপতি রাজা জয়চন্দ্রের পশ্চাৎ সভায় যাইতেছেন, আমরাও চল সভা দর্শনে যাই।

(ইতি প্রস্তাবনা।)

প্রথমাঙ্ক। প্রথমাভিনয়।

(রাজা জয়চন্দ্রের প্রাসাদ-সম্মুখস্থ রাজ-
পথে পৰ্দ্ধনের প্রবেশ)

পৰ্দ্ধ। (প্রবেশ করিয়া) আর এ শীর্ণদেহ শ্রম-ভার বহন করিতে পারে না; বয়সের আধিক্যবশতঃ শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে।

মধুমু। (প্রবেশ করিয়া) হা হা, পৰ্দ্ধন মহাশয় কি বক্‌চো ? সাপের মন্ত্র পড়্‌চো নাকি ?

পৰ্দ্ধ। কেও মধুমুখ, প্রণাম, (তথাকরণ) না ভাই, সাপের মন্ত্র পড়ি নাই, শরীর অপটু হইয়াছে, তাই বলিতেছি।

মধুমু। শরীরের অপরাধ কি, যে বয়স হয়েছে, এতে গাছ পাতর থাকে না।

পৰ্দ্ধ। যথার্থ বয়স অধিক হইল, পূর্ব্বে যেরূপ শ্রম করিতে পারিতাম, এক্ষণে তাহার দশাংশের একাংশও পারি না।

মধুমু। পৰ্দ্ধন মহাশয়, তুমি ভাই অতি নির্ব্বোধ, তোমার বয়স হয়েছে বল্লে্য তুমি রাগ কর না।

পৰ্দ্ধ। যথার্থই যে বৃদ্ধ, তাহাকে বৃদ্ধ বলিলে কোপ করায় ফল কি ?

মধুমু। আমায় যদি কেউ বুড়ো বলে, আমি তাকে চদ্দো পুরুষান্ত করি, মারি পর্য্যন্ত; তুমি নির্ব্বোধ তাই চুপ কোরে থাক; এখন যদি তোমার মাগ মরে, তা হোলে কি তোমাকে কেউ মেয়ে দেবে? আমার এই পাকতেলে চুলগুলো পেকে গেছে বোলেই কত ব্যাটা কত বলে।

পর্দ্ধ। আরে থাম, তোমার সহিত কে বকিবে, আমি যাই।

মধুমু। বলি এত তাড়াতাড়িই কি?

ধনদাস। (প্রবেশ করিয়া) মধুমুখ প্রণাম (উপ-করণ) পর্দ্ধন মহাশয়, মধুমুখের সহিত কি কথাবার্ত্তা হইতেছে?

মধুমু। হাঁ ভাই, ধনদাস এসেছ, ভালই হয়েছে, আচ্ছা ভাই, পর্দ্ধন মশাই যদি এখন বিয়ে কত্তে যান, তা হোলে বুড়ো বুড়ো বোলে হাততালি দে পাগল কোরে দেয় না? আমি এত গাল দি, মারি, তবুও ব্যাটারা আমাকে মিটি মিটি বুড়ো বলে, তা উনিতো যথার্থই বুড়ো।

ধন। হা হা হা, আপনি ভাল লোকের হস্তে পড়িয়াছেন!

পর্দ্ধ। আরে ওর কথাও গ্রাহ্য করে, তুমি আসিয়াছ, উত্তম হইয়াছে, তোমার সহিত অনেক পরামর্শ আছে।

দেখ মধুমুখ, মহারাজের অন্নেই তোমার শরীর প্রতিপালিত, তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করা তোমার উচিত।

মধুমু। আমি আবার কবে অমঙ্গল চেষ্টা করি।

পদ্ম। তাহা নহে, দেখ, মহারাজ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ এবং মিবারপতি সমর-সিংহের অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু এবম্প্রকার চেষ্টায় অনিষ্টপাতেরই সম্ভাবনা, পৃথ্বীরাজের প্রতি মহারাজের এত বিদ্বেষ, যে আমি তোমাদিগের সহায়তা ব্যতিরেকে এ বিষয়ের কোন কথা রাজসমক্ষে উত্থাপন করিতে সাহস করি না।

মন। যথার্থ, আমি দেখিতেছি, মহারাজ এ কর্ম্মে নিরস্ত না হইলে যজ্ঞ সম্পন্ন কখনই হইবে না; আমাদিগের ধর্ম্মে মুক্ত হইবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য।

মধুমু। না বাবা, আমি ওর ভেতোর নেই, এই যজ্ঞের উপলক্ষে আমাকে বিয়ের টাকার যোগাড় কত্তে হবে; মহারাজ পৃথ্বীরাজের নাম শুন্‌লে কেউটে সাপের মোতন ফোঁস কোরে ওঠেন, আমি ও সব কথা কইলে রেগে উঠ্‌বেন; আর আমার বিয়ের দফা রফা হবে।

পদ্ম। তুমি যে স্বার্থই বোঝ!

মধুমু। হাঁ, তোমাদের মত বকাধার্ম্মিক আমি ঢের দেকেচি, তোমাদের মাগ মরে তো দেখি, কত নিঃস্বার্থ।

পর্দ্ধ। (জনান্তিকে) কি করি, অন্নদাতা প্রভুর নিমিত্ত দেহ বিসর্জ্জন করাও উচিত, না হয় মধুমুখের বিবাহের ব্যয় আমরাই দিব।

ধন। ভাল মধুমুখ, আমরা যদি তোমার বিবাহের ব্যয় দিতে স্বীকার করি, তাহা হইলে তুমি মহারাজকে নিরস্ত হইতে বলিতে পারিবে?

মধুমু। না বাবা, তোমাকে আমি ভাল চিনি, তুমি যত টাকা দেবে তা জানা আছে, তুমি কৃপণের শেষ, হাত দে জল গলে না; আর সেবার আমি ভিক্কে সিক্কে কোরে যা জমিয়েছিলুম, সেগুলি সব মিচেমিচি একটা লক্ষীছাড়া ছোঁড়াকে মেয়ে সাজিয়ে বিয়ে বিয়ে করে নষ্ট কল্লে্য।

ধন। হা হা হা, না হে, এ সত্য বলিতেছি।

মধুমু। তোমার সত্য মাতার ওপর থাক্, আর কাজ নেই।

পর্দ্ধ। ভাল মধুমুখ, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর? আমি তোমায় বাক্যদত্ত হইলাম, যে এ বিষয়ে সাহায্য করিলে তোমার বিবাহের ব্যয় সমস্ত আমি দিব।

মধুমু। হাঁ, আপনি যদি এ কথা বলেন, তা হোলে পারি; না হোলে ধনপতিকে কে বিশ্বাস করে! উনি টাকা পেলেই আপনার মনে করেন, আর দিতে চান না।

পর্দ্ধ। আমিতো বাক্যদত্ত হইলাম, এখন তুমি মহারাজকে বলিতে সম্মত?

মধুমু। হাঁ, তা যখন সভায় যাব, তখন মহারাজকে বোল্‌বো, (গমনোদ্যম)

ধন। এখন তুমি কোথায় চলিলে।

মধুমু। আজ নগরে বড় শোভা, একবার দেকে আসি।

[প্রস্থান।

পর্দ্ধ। আমারতো এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই সময় যায়, রাত্রে নিদ্রা হয় না, মহারাজ এ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হইলে কোন ক্রমেই রক্ষা নাই।

ধন। তাহার সন্দেহ কি? মহারাজের এ প্রকার প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে। এ সকল কেবল বিপৎপাতের পূর্ব্ব লক্ষণ।

পর্দ্ধ। আমাদিগের মহারাজ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য বীর্য্যাদি সর্ব্ব প্রকার সদ্গুণ তাঁহার শরীরে সম্যক্ প্রকারে আছে, তাঁহার সদ্বিবেচনাদি দর্শনে মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, যে এই যজ্ঞ সমাধা করিয়া মহারাজ যৎপরোনাস্তি যশস্বী হইবেন, এবং উত্তরকালে রাজবারা খণ্ডের একচ্ছত্রী হইবেন, কিন্তু এই ব্যাপার শ্রবণাবধি সে সকল আশা অন্তর্হিত হইয়া মনে সর্ব্বদাই আতঙ্কের উদয় হইতেছে, মহারাজ সুবিজ্ঞ হইয়াও বুঝিতেছেন না।

ধন। আজমীরপতি দিল্লীর ছত্র গ্রহণাবধি মহা-রাজ তাঁহার চিরবৈরী হইয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রবণ-মাত্র প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় হইয়া উঠেন।

পদ্ধ। সে মহারাজের অন্যায়, রাজধারা খণ্ড দিল্লী, কান্যকুব্জ, মিবার এবং অনলবারা এই চারি মহারাজ্যে বিভক্ত। ৺অনঙ্গদেব যদি মহারাজকে উত্তরাধিকারী করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম লোপ, এবং দিল্লী কান্যকুব্জের অধীন রাজ্যদলমধ্যে পরিগণিত হইত, কারণ মহারাজতো পিতৃকুলের অবমাননা করিয়া মাতামহদত্ত দিল্লীতে রাজধানী করিতেন না; ইত্যাদি বিবেচনাতেই ৺অনঙ্গদেব ক্ষুদ্র রাজ্য আজমীরপতির পুত্র পৃথ্বীরাজকে উত্তরাধিকারী গ্রহণ করেন। আর পৃথ্বীরাজের পিতা ৺সোমেশ্বর দেব দিল্লীশ্বরের রাজ্য কানোজীয়দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া অনঙ্গ-পতির কন্যা বিবাহ করেন, এবং তাঁহার পুত্র সর্ব্বদা দিল্লীতে থাকায় মাতামহের অত্যন্ত স্নেহভাজন হইয়া ছিলেন, সুতরাং অনঙ্গনাথ তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী-রূপে গ্রহণ করেন।

ধন। সত্য, আমাদিগের মহারাজও সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সমধিক স্নেহভাজন হইলে দিল্লীশ্বরের উত্ত-রাধিকারী হইতেন।

পদ্ধ। ৺বিজয়দেব সর্ব্বদাই কহিতেন, "আমার

জয়চন্দ্র মাতামহের বিষয়ের প্রয়াসী কেন হইবে, পর-মেশ্বর প্রসাদাৎ তাহার কিছুরই অভাব নাই, কান্য-কুব্জতো দিল্লী হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে।”

ধন। তবে মহারাজের এত ক্ষুব্ধ হওয়া অনুচিত।

পর্দ্ধ। সে যাহা হউক, এক্ষণে মহারাজকে যেন তেন প্রকারেণ নিরস্ত করা উচিত, দিল্লীশ্বর বা মিবারপতির সহিত বৈরতা করণে ভারত-ভূপালমণ্ডলী-মধ্যে কেহই সাহস করেন না; মহারাজ কি বিবেচনায় এককালে তদুভয়ের সহিত শত্রুতা করিতে প্রবৃত্ত, তাহা বুঝি-তেছি না।

ধন। দেখ পর্দ্ধন মহাশয়, যোদ্ধগণের নিকট বুদ্ধি হইতে বল, এবং অকুতোভয়তার প্রশংসা অধিক, তা দিল্লীশ্বর তদ্বিষয়ের একশেষ বলিলে হয়; রণক্ষেত্রে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী দেখা যায়, তাঁহার ভীমবাহু অসি আস্ফালন করিলে প্রমত্ত বারণের শুণ্ডাস্ফালন অপেক্ষা ভয়ানক বোধ হয়; অধিক কি, গদাহস্ত ভীম-সেনকে দেখিয়া কুরুসৈন্য যেরূপ অবসন্ন হইত, সেই রূপ দিল্লীশ্বরের হুঙ্কার ও যুদ্ধবেশ দর্শন মাত্রে রিপুবল হতোদ্যম হয়।

পর্দ্ধ। ধনদাস যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ, দিল্লী-পতির তুল্য বীর এ ভারতবর্ষে আর নাই, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব এক প্রকার দোষ হইয়াছে, তিনি বলমদে মত্ত হইয়া যে সকল অসমসাহসী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে

বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; আর অল্প বয়সের চাপল্যও তাঁহার যথেষ্ট আছে, সুতরাং বিবেচনা করিয়া চলিলে তাঁহার বৈরতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

ধন। আর দেখ পর্দ্ধন মহাশয়, পুঞ্জরাজ ও হাম্বিরকে আহ্বান করা অযুক্ত, তাঁহারা দিল্লীশ্বরের অধীন, তাঁহাদের বিশ্বাস কি!

পর্দ্ধ। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আমি বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহারাজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না; মহারাজ বলেন, পুঞ্জরাজ তাঁহার সহায়তা করিবেন এবং পৃথ্বীরাজকে ত্যাগ করিবেন, ইহাও কি বিশ্বাস হয়?

ধন। এ সময়ে এরূপ বিশ্বাস যোগ্য নহে।

পর্দ্ধ। দেখ ধনদাস, আমি এ সকলের ভয় করি না, মিবারপতিকেই আমি ভয় করি। আমি সে বৎসর সন্ধিসংস্থাপনার্থ চিতোরে গমন পূর্ব্বক মহারাজ সমরসিংহকে দেখিয়াছি, তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিশালী ও স্থিরবিবেচক রাজা জগতে প্রাপ্ত হওয়া ভার। তিনি বীরতায়েও ন্যূন নহেন, তাঁহার বংশীয় অভিধান হিন্দুসূর্য্য তাঁহাকেই সাজে, তাঁহার তেজঃপুঞ্জ শরীর দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বয়ং রাজধর্ম্ম মূর্ত্তিমান; তাঁহার স্থির ও গভীর মুর্ত্তি দেখিলে এক প্রকার ভয়ের ও ভক্তির উদয় হয়। গোহ হইতে গেহলোট বংশের উৎপত্তি, সেই বংশে চিরঞ্জীব বাপ্পারাও জন্ম গ্রহণ

করেন, মহারাজ সমরসিংহ তাঁহার বংশীয় হিন্দুরাজগণ মধ্যে চক্রবর্ত্তী, রাজগুরু নামে মহা সমাদৃত, তাঁহার বংশ এত পবিত্র যে সকলেই তদ্দলগত হইতে ইচ্ছা করে। ভূভাগ যেরূপ জাহ্নবীর সাগরসঙ্গম-বেগ সহনে অক্ষম হইয়া ছিন্ন হইয়াছে, দিল্লীশ্বরের অতুল বীর্য্যের সহিত মিবারপতির বুদ্ধিকৌশল মিলিত হইলে ভারতে সমস্ত রাজদল একত্র হইলেও ক্ষণমাত্র স্থির হইতে পারিবেন না, ইহাতে মহারাজকে নিবৃত্ত করিতেই হইবে, নচেৎ অমঙ্গলের পরিসীমা থাকিবেক না।

ধন। আমি ভট্টরাজকেও আমাদিগের সহায়তা করিতে সম্মত করিয়াছি।

পর্দ্ধ। ভালই হইয়াছে, চল, এই বেলা তবে সভায় গমন করি।

[প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক। দ্বিতীয়াভিনয়।

রাজা জয়চন্দ্রের সভায় জয়চন্দ্র ও পৰ্দ্ধন আসীন।

জয়। যজ্ঞের আয়োজনাদি অদ্যই সকল করিতে হইবেক, কল্য এ সকল বিষয় দেখিবার সময় পাওয়া দুষ্কর, এ কর্ম্মতো সামান্য ব্যাপার নহে, অনেক সঙ্কট।

পৰ্দ্ধ। যজ্ঞোপযোগী দ্রব্য সমস্ত বিধিমতে আয়োজিত হইয়াছে, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, ভৃত্য ভবদীয় শ্রীচরণ-প্রসাদে এ সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহে।

জয়। তুমি থাকিতে কোন বিষয়ের ত্রুটি হইবে না, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তবে বলিতে হয় তাই বলিলাম, স্বর্গীয় কর্ত্তার সময়ের মন্ত্রী হইয়াও যদি তুমি এসকল বিষয় না জানিবে, তবে জানিবার সম্ভাবনা কার?

পৰ্দ্ধ। মহারাজ! যোগ্য কহিয়াছেন, আমি আপনকার পিতৃদেবের এবং আপনকার শ্রীচরণ-সেবায় জীবন যাপন করিলাম, বয়স প্রায় অশীতি বৎসর হইল, আমার

অজ্ঞাত বস্তু কিছুই নাই ; বিশেষতঃ এ রাজসংসারে সমারোহের কর্ম্ম কৌলিক বলিলেই হয়। ভারতবর্ষকে আপনাদিগের কীর্ত্তিরাজিতেই সুশোভিত করিয়াছে ; ইন্দ্র-দেহোদ্ভুত রাটোর রাজপুত্রদিগকে এ জগতীতলে কে না জানে; ইহাঁদিগের ভুবনবিজয়ী যশঃ এবং কীর্ত্তি-পতাকাবলি দর্শনে কোন্ সিংহাসনাধিরূঢ় রাজার হৃদয়ে হিংসার উদয় না হয় ?

জয়। ভাল পর্দ্ধন, দুষ্ট পৃথ্বীরাজ এবং মিবারপতি সমরসিংহের অবমাননা করণার্থ যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা স্থির করিয়াছ।

পর্দ্ধ। আয়ুষ্মন্, পৃথ্বীরাজের একটা স্বর্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া দ্বারবানের পদে রাখিয়াছি, এবং সমর সিংহেরও ঐরূপ মূর্ত্তি করিয়া কোন হীনপদে দিতে বলিয়াছি।

জয়। হাঁ উত্তম করিয়াছ, ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট অবমাননা করা হইবে, সঞ্জুক্তার স্বয়ম্বরের সকল উদ্যোগ করিয়াছ ?

পর্দ্ধ। আজ্ঞা হাঁ, সকল প্রস্তুত হইয়াছে।

জয়। এক্ষণে রাজগণের মধ্যে কে কে আসিলেন, তাহাতো কিছুই জানা গেল না।

পর্দ্ধ। আয়ুষ্মন্, ভবদীয় কন্যা সঞ্জুক্তার চারুকান্তি দর্শনে স্বয়ং চন্দ্রও মনোদুঃখে মলিন হয়েন, এবং তাঁহার রূপের কথা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন, অতএব

কাহারও না আসিবার সম্ভাবনা নাই। রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এ সুবর্ণময়ী প্রতিমা প্রাপ্তির অভিলাষ কে না করিবে? তবে যদি সমাগত ভূপতিদিগের কোন বিষয় শ্রবণযোগ্য বিবেচনা করেন তো ভট্টরাজকে আনাই।

জয়। ভালইতো ডাকাও না।

পর্দ্ধ। আয়ুষ্মন্, ভট্টরাজ ঐ আসিতেছেন, আর ডাকিতে হইল না।

প্রমুখ। (প্রবেশ করিয়া)

গীত।

রাজাধিরাজ সদা সুখেতে কর বাস।
জগৎজুড়িয়া যশের সেতুর প্রকাশ॥
নরপতিগণ, করে কর দান,
ধন মানের গৌরব হয় প্রকাশ।
বাসব সমান, করহ শাসন,
অমর হইয়া, করি এই অভিলাষ॥

জয়। প্রমুখ! কোন্ কোন্ রাজার আগমন হইয়াছে?

প্রমুখ। আয়ুষ্মন, নবমেঘ শব্দে বিদূর ভূমি যেরূপ রত্নশলাকাবলিতে সজ্জিত হয়, এবং সম্মুখ ঘনাগমে স্বচ্ছ সরোবর যেরূপ প্রমুদিত নলিনী-নিচয়ে পরি-শোভিত হয়, সেইরূপ রাজকুল-লক্ষ্মী সঞ্জুক্তার স্বয়ম্বর বার্ত্তায় এই চিরপ্রতিষ্ঠিত কান্যকুব্জ নগর দিগ্‌দেশান্তর

হইতে সমাগত ভূপতিবৃন্দের শিরোরত্ন প্রভায় উজ্জ্বল হইয়াছে; রাজচক্রবর্ত্তী ভবদীয় আহ্বান কোন্ রাজার শিরোধার্য্য নহে, সকল রাজাই নগরে উপস্থিত হইয়াছেন।

জয়। সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন! তবে আমার একর্ম্ম যথেষ্ট সমারোহে হইবে। ভাল প্রমুখ, চুণ্ডারপতি আসিয়াছেন?

প্রমুখ। অধীশ্বর চুণ্ডারপতি উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি নগরাভ্যন্তরে ইন্দ্রতোরণের নিকট তাম্বু সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত অশ্বারোহী পদাতিক প্রভৃতি সমুদায়ে দশ সহস্র সেনা আসিয়াছে। চুণ্ডারপতি না আসিবারতো কারণ নাই, তিনি দিল্লীশ্বরের দলত্যাগ করিয়া আপনকার দলে সম্প্রতিই আসিয়াছেন।

জয়। হাঁ, নূতন দলে আসিয়াছেন বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম।

প্রমুখ। আয়ুষ্মন্, আপনকার নবমিত্র পুঞ্জরাজ এবং হাম্বির সিংহ উভয়েই উপস্থিত।

জয়। হাম্বিরও আসিয়াছেন! ভাল! প্রমুখ তুমি সকল রাজাকেই দেখিয়াছ এবং তাঁহাদিগের গুণাগুণও জান; এখন বল দেখি, আমার এত যত্নে রক্ষিত সঞ্জুক্তা রূপ পরিজাত কুসুম কাহার কণ্ঠগত হইবার সম্ভাবনা?

প্রমুখ। মহারাজ! সে কথা ভৃত্য কি প্রকারে জানিবে? রত্নাকর-সম্ভবা কমলা সদৃশী ত্রিভুবনবিদিতা রাটোরবংশোদ্ভবা সঞ্জুক্তা নানাবিধ গুণে সুশোভিতা, তাঁহার বিবেচনার সহিত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মাদৃশ জনের অনুমান কি প্রকারে মিলিতে পারে?

জয়। সামান্যতঃ একরূপ অনুমান করাও যায়, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে তোমার বিবেচনায় সঞ্জুক্তা কাহাকে বরণ করিতে পারেন?

প্রমুখ। আয়ুষ্মন্, ভৃত্যের বিবেচনায় সমাগত পাত্রগণের মধ্যে ধরপতিই সঞ্জুক্তার মনোহরণ করিবার সম্ভাবনা, তাঁহার শ্রী যথার্থ পুরুষের ন্যায়, সিংহের ন্যায় কি বিশাল বক্ষ, করিকর সম কি বলসম্পন্ন বাহুদ্বয়, তাঁহার দেহের কোন অংশই অসন্নত নহে, আর বয়সও অল্প।

জয়। ধরপতি কেবল বল লইয়াই আছেন, তাঁহার কোন বিশেষ সদ্গুণ নাই।

প্রমুখ। মহারাজ! সদ্গুণ বিবেচনা করিতে হইলে উপস্থিত ভূপালগণ মধ্যে কাশীশ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার শরীরে কোন গুণেরই অভাব দেখা যায় না, তবে কি না বয়স হইয়াছে।

জয়। কাশীশ্বরের এত কি বয়স হইয়াছে?

প্রমুখ। প্রায় চত্ত্বারিংশৎ বর্ষ হইল।

জয়। তাহাই বল, তোমার কথায় আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম, যে কাশীশ্বরের আর বয়স নাই; চত্বা-

ত্রিংশৎ বর্ষ এত অধিক কি, পঞ্চবিংশতি হইতে পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত আমরা যৌবন বলি।

প্রমুখ। আয়ুষ্মন্, বারাণসীপতি যদি বৃদ্ধ নহেন, তথাপি ভবদীয় কন্যা সঞ্জুক্তা হইতে অনেক বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ বলিতে হইবে, নবমুকুলিত মাধবীলতা হিমক্লিষ্ট সহকারের দেহে কি শোভা পায়? নবোদিত শশিকলা শরদের নির্ম্মল গগণে যে প্রকার প্রভাময় হয়, শীত-নিশীথে কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া তাহার দীপ্তি কি সে রূপ প্রকাশ পায়?

জয়। তবে আর কে উপযুক্ত পাত্র?

প্রমুখ। আর্য্য! আর যোগ্য পাত্র কৈ, ইন্দরপতির বয়স অতি অল্প, এবং আকার অতি সুন্দর, সাক্ষাৎ কন্দর্প বলিলে হয়, কিন্তু তাঁহার শরীরে গুণ ভাগ অল্প এবং দোষ ভাগ অধিক।

জয়। সে কি, এ প্রশস্ত ভারত ভূমির মধ্যে সর্ব্বাংশে সুন্দর রাজা কি এক জনও নাই?

প্রমুখ। আয়ুষ্মন্, রত্নাকর সদৃশ বহুবিধ রত্নের প্রভব ভারত ভূমির কি আর পূর্ব্বভাব আছে? কৌরব পাণ্ডব প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত বংশীয় রাজগণের কীর্ত্তি-মেখলা বেষ্টিত ভারতের বক্ষঃস্থলে এ প্রকার রাজা কে, যাঁহার দ্বারা এই ভূমির চিরকালার্জ্জিত যশঃ রক্ষা হইতে পারে। মহারাজ!—

আর কি আছে সে দিন, যবে চীন মহাচীন
ভারত ভূমির নামে, সভয়েতে কাঁপিত।
যবে দেশ দেশান্তরে, মানবে সম্ভ্রম ভরে,
ভারতের যশঃরূপ, গীতাবলি গাইত ॥
রঘু আদি দেব-অংশ, যদু কুরু পাণ্ডুবংশ,
রাজগণ জয়কেতু জগজুড়ি উড়িত।
রাজপুত্রভুজ-বলে, পরাজিত রণ-স্থলে,
শত শত বন্দী যবে, স্তুতিবাদ পড়িত ॥

নরেশ্বর, এক্ষণে ভারতভূমির একমাত্র ভূষণ আপনিই হইয়াছেন, বারাণসীপতি বহুগুণসম্পন্ন বটেন, কিন্তু আপনার সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

জয়। তবে দেখিতেছি, বারাণসীপতিকেই সঞ্জুক্তা বরণ করিবেন, আর কেহ যোগ্য পাত্র নাই।

প্রমুথ। ভারতবর্ষে ইহাঁদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ রাজা মিবারপতি ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি না।

জয়। হাঁ মিবাররাজ যোগ্য ব্যক্তি বটে, কিন্তু তিনি পৃথ্বীরাজের সহায় হইয়া আমার বৈরতা করেন, এজন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করি নাই।

প্রমুথ। মহারাজ, পৃথ্বীরাজও ইহাঁদিগের অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি।

জয়। (স্বগত) কি আপদ, এরা আমাকে বিরক্ত

করিল। (প্রকাশে) হাঁ পৃথ্বীরাজের শরীরে তুমি এত কি গুণ দেখিলে, সেটাতো বালক, তুমি যখন বারাণসী-পতির অপেক্ষা তাহাকে ভাল বলিলে, তখন তোমার কথা শুনিয়া কি হইবে, তুমি যাও।

প্রমুখ। (স্বগত) হিত করিতে বিপরীত হইল। (প্রকাশে) ভৃত্য এক্ষণে বিদায় হয়।

[প্রস্থান।

জয়। (স্বগত) একি, পৃথ্বীরাজ ব্যতীত কি আমি আর কিছুই দেখিব না, আর কিছুই শুনিব না, সে আমার যথার্থ বৈরী, তাহার যশঃগান ভিন্ন কি আমার কর্ণগোচর হইবে না, সে দুষ্ট অন্তরে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, কি আশ্চর্য্য, আমি এত চেষ্টা করি, কিন্তু কোন মতেই তাহাকে মনের বার করিতে পারি না, আমি স্বপ্নেও কোন সৎকর্ম্ম সাধন করিতে গেলে সে নরাধম হন্তারক হয়। যাহা হউক, এইবার আমি তাহাকে অবনত করিবার উপায় করিয়াছি, দেখি কি করে। (প্রকাশে) মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষকে ডাকিতে বল।

পর্দ্ধ। কোষাধ্যক্ষকে ডাকতো।

জয়। কোষাধ্যক্ষকে সমাগত ভূপতিগণের যথা-যোগ্য উপঢৌকন প্রেরণ করিতে বল।

পর্দ্ধ। যে আজ্ঞা।

ধন। (প্রবেশ করিয়া প্রণামান্তে) আয়ুষ্মন্, ভৃত্য উপস্থিত।

পর্দ্ধ। সমাগত রাজগণকে যথাযোগ্য উপঢৌকন প্রেরণ করিতে হইবে, তাহার আয়োজন করিয়াছ?

ধন। হাঁ সকল আয়োজন হইয়াছে।

পর্দ্ধ। তবে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি দেখিয়াই পাঠাইব।

ধন। সেতো উত্তম।

জয়। মধুমুখ যে এখনও আসেন নি, তার কারণ কি?

পর্দ্ধ। মহারাজ মধুমুখ বড় রঙ্গপ্রিয়, অদ্য এ কান্যকুব্জ নগরেতো রঙ্গের অভাব নাই, বোধ করি নগরবাসীদিগের উৎসব দর্শন করিতে গিয়াছেন।

মধুমু। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজের জয় হোক, জয় জয়কার হোক, আবার জয় হোক।

পর্দ্ধ। মহারাজ, এই মধুমুখ, নাম করিতে করিতে উপস্থিত।

জয়। (প্রণামান্তে) আজ যে এত জয়ের ঘটা?

মধুমু। মহারাজ, এত দিন যে এত রাজা রাজড়াকে জয় করেছিলেন, তাতে আপনার জয়ের জও হয় নি, এই আজ আপনি যথার্থ জয়ী হয়েছেন।

জয়। সে কি হে, এত দিন জও হয়নি, আজ একেবারে জয়ী হলেম, কি প্রকারে?

মধুমু। মহারাজ তবে শ্রবণ করুন, এক জন আর একজনকে পরাস্ত করা কোন্ কঠিন কার্য্য,

তা অনায়াসেই হতে পারে, এই যে আপ্‌নি এত বড় রাজা, আর লোকে বলে আপ্‌নি আবার বড় বীর, কিন্তু মনে করেন কি, যে আমি আপ্‌নাকে পরাস্ত কত্তে পারিনে; হা হা, ঠিক এক্টা খেঁটে দিন দেকি, একি যায় পরাস্ত ছেড়ে ভূমিস্ত কত্তে পারি।

জয়। হাঁ তুমি তা পার, কথাটা কি, খুলেই বল।

মধুমু। এ কথাটার আর ভাব বুজ্‌তে পাল্লেন না, এর অর্থ এই যে আপ্‌নি এত রাজা রাজড়াকে পরাস্ত কোরেচেন, কিন্তু তাতে আপ্‌নার পৌরুষ নাই; এই রামদান গয়ারামকে কাতকোরে ফেল্লে আমার যেমন পৌরুষ হয়, এ সকল জয় লাভেও আপনার পৌরুষ ভেগনি।

জয়। সে কি রূপ?

মধুমু। সে কি আর জানেন না, লোকে কথায় বলে, "রাজা রাজ্‌ড়ায় বাক্‌ড়া হয়, উলুখাঁক্‌ড়ার প্রাণ যায়।" আপ্‌নার কি, যুদ্ধ হোলে আপ্‌নি নানাবিধ রত্ন আভরণ পোরে বরটির মতন রণস্থল হোতে সাত কোশ দূরে হাতির পিটে বোসে থাক্‌বেন, মর্‌বার যে ব্যাটারা তারাই কাটাকাটি কোরে মরবে। তার মধ্যে কেউ কেউ আবার লাফিয়ে গিয়ে শত্রুর মাজখানে পড়েন, ধারে টারে থাক্‌লে যদিও প্রাণে প্রাণে বেঁচে যেতে পাত্তেন, আর সুযোগ মাপিক সট্‌কাতেও পাত্তেন, তা এতে আর সে পথ থাকে না; ঐ যে লাপিয়ে পড়া অমনি,

পাড়াগেঁয়ে ছেলে গুণো যেমন ব্যাঙ খুঁচিয়ে মারে, তেমনি কোরে কেউ বর্সা কেউ ছোরা কেউ তলবার দে খুঁচে ভুঁই সই করে। আর এই রকমে যখন শত্রু পরাস্ত হয়; তখন শুন্‌বে কি না, উঃ, রাজা জয়চন্দ্র কি বীর, সংগ্রাম-কেশরী, আজ শত্রুদলকে ভাল পরাস্ত কোরে-চেন।

জয়। হা হা, তোমার মত বুদ্ধি না হোলে কি কেহ বুঝ্‌তে পারে? তা আজ জয়ী হোলেম কি রূপে?

মধুমু। হাঁ, আজকের যে জয় একেই জয় বল্‌তে হয়, এমন কে কত্তে পারে, সাতবোরে বামুনের বে কে দিতে পারে!

জয়। ওঃ তাই বল! অদ্য তোমার বিবাহ কে দিলে।

মধুমু। এ এক রকম দেওয়াই বটে, কে আর দেবে, আপ্‌নি দিলেন।

জয়। আমি দিলেম কি?

মধুমু। কেন, আপনিইতো এই রাজাদের এনেছেন, এদের না আন্‌লে কি আর আমার বিয়ের যোগাড় হতো।

জয়। তবে কি তুমি সমাগত রাজাদিগের নিকটে গিয়াছিলে?

মধুমু। আজ্ঞা হাঁ! সকাল বেলা উটে ভাব্‌লেম, যে আজ নগর উৎসবময়, অতএব এক্‌বার এক্কটু দেকে আসি, এ ভেবে বেড়াতে বেড়াতে রাজতোরণের কাচে

গিয়ে দেকি, যে সেখানটা একবারে তাঁবুতে তাঁবুতে ছেয়ে ফেলেচে, মনে মনে কল্লেম যে একবার নিকটে গিয়েই দেখি না; আবার যেই নিকটে গেচি, অমনি এক ব্যাটা যম দূতের মত পাইক এসে বেরালে যেমন ইঁদুর ধরে, তেম্নি কোরে আমার ঘাড় ধোরে বোল্লে "তুই কে" ব্যাটার আকার দেকেই আমার আক্কেল গুড়ুম, তা কতা কব কি, কিচুই জবাব দিতে পাল্লেম না, তখন সে ব্যাটা "তুই চোর, চল্ রাজার কাচে চল্" এই বোলে গুতো মাত্তে মাত্তে ধোরে নেগেল।

জয়। হা হা হা, তবেতো বড় বিয়েই হয়েচে, তার পর কি হলো?

মধুমু। মহারাজ হাস্‌বেন না, আগে শুনুন, পেটে খেলেই পিটে সইতে হয়।

জয়। হাঁ তা শুনি, কিন্তু এ যে অগ্রেই পিটে হলো।

মধুমু। মহারাজ আগে পিটে হয়ে ভালই হয়েছিল, পেটে হয়ে তার পর পিটে হলে ব্যাভ্রম হতে হয়।

জয়। ভাল তাহার পরে কি হোল বল।

মধুমু। তার পর আমিতো ভয়ে হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে কিচকের মতন হয়ে গেলাম; কপাল ক্রমে রাজাটা আমাকে চিন্‌তো, সেটা বল্লে "আরে কি কোরেচিস্, ছাড় ছাড়, এ যে রাজা জয়চন্দ্রের মধুমুখ" এই

বোলেই এক রাশি টাকা দিলে, আর বল্লে " কিছু মনে টোনে করো না" আমি যেন একবারে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেম, আর মনে মনে ভাবলেম, যে এইতো সুযোগ, পারি যদিতো বিয়ের যোগাড় করে রাকি।

জয়। তার পর।

মধুমু। তার পর আর হবে কি, সন্ধান মেরে নিলেম, অমনি শন্মা সেখান থেকে উঠলেন ; আর এক রাজার তাঁবুর নিকট গিয়ে বোল্লেম, যে বলগে মহারাজ জয়-চন্দ্রের মধুমুখ এসেচেন।

জয়। তুমিতো ভাল লোক দেখি, এই রূপে সকল রাজার নিকট গিয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ আদায় করেছ।

মধুমু। তা কি আর জিজ্ঞাসা কত্তে হয় ?

জয়। তবে আর কি, বিবাহের যোগাড়তো হোল।

মধুমু। মহারাজ! হলো বটে, কিন্তু মেয়ের বাপ ব্যাটারা যে বজ্জাত, হয়তো আবার কি ফ্যাচাং তুলবে ; কে জানে, দেকুন দেকি, মহারাজ, যে ব্যাটা আসে, সেই বলে " তোমাকে কন্যা দেওয়াতে আর ডুবিয়ে মারাতে সমান " আমার মহারাজ, এই সবে ৩৫ বৎসর বয়েস, পাকতেল মেকে চুল গুনো পেকে গেচে, তা এ আর কোন ব্যাটাই বিশ্বাস করে না।

পার্দ্ধ। (স্বগত) এই দেখি সুযোগ, এখন মন কিছু প্রসন্ন আছে, একবার বলিয়া দেখি, আমি ধর্ম্মে মুক্ত

হই। (প্রকাশে) আয়ুষ্মন্, আমি ভবদীয় রাজসংসারে বহুকাল আছি এবং আপনিও যথেষ্ট স্নেহ করেন বলিয়া অনেক দুঃসাহসী কর্ম্মও করি, অনুমতি করিলে একটা কথা বলি।

মধুমু। আঃ, মন্ত্রী যে জ্বলালে, বাওয়াতুরে ভাটের মত কুলুচি পড়্তে লাগলে কেন?

পর্দ্ধ। আঃ, কি কর, স্থির হও, সকল বিষয়েই কি প্রগল্ভতা করিতে হয়?

জয়। তার জিজ্ঞাসা করিতেছ কি বল না?

মধমু। ওহে এত চটা কেন, বাওয়াতুরে বলাতে তোমারি লাভ, দশ পোনেরো বছর পেরিয়েচ।

পর্দ্ধ। (স্বগত) এ বাতুলের সহিত বাক্য ব্যয় করা বিফল। (প্রকাশে) মহারাজ! আপনি যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা অতি বৃহদ্ব্যাপার, কোন কালেই নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয় না।

ধন। পাণ্ডুকুলতিলক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পর কেহই একর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই, যশঃসাগর বিক্রমাদিত্যেরও সাহস হয় নাই।

পর্দ্ধ। আমাদিগের এরূপ করা কর্ত্তব্য, যাহাতে নির্ব্বিবাদে ইহা হইতে পারে; বিপৎপাত হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদিগের এখন একমাত্র উদ্দেশ্য, অন্য কোন দিকে মন দেওয়া উচিত নহে।

জয়। সত্য, পূর্ব্বাবধি এ কর্ম্ম কখনই নিরাপদে হয় নাই, এখন কি বলিতে চাহ, বল।

পর্দ্ধ। আয়ুস্মন্, এমন কিছু নহে, পৃথ্বীরাজ—

মধুমু। ওঃ, মন্ত্রী মহাশয় যে রকম গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ কোরেছিলেন, আমি মনে কোরেছিলেম, বাপ না মরা দায়ে পড়েচেন, তা নয় এ দশ মাসের গর্ভ এক বাতকর্ম্মে শেষ, পৃথ্বীরাজ বোলেই বাক্‌রোধ হয়েছে।

জয়। (স্বগত) কি আপদ, এও যে পৃথ্বীরাজের কথা কহে। (প্রকাশে) পৃথ্বীরাজ কি?

পর্দ্ধ। আয়ুস্মন্, পৃথ্বীরাজ এবং মিবার-পতির অবমাননা না করিলে হয় না, নিদ্রিত বৈরীরূপ ব্যাঘ্রের লাঙ্গুল টানিবার আবশ্যক কি?

জয়। (স্বগত) এটার দেখিতেছি বৃদ্ধ হইয়া বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। (প্রকাশে) কেন, তাঁহারা কি রিবেন, আমি কি তাঁহাদের কোপের ভয় করি!

পর্দ্ধ। আর্য্য! তাহা নহে, এসময় বৈরভাব প্রকাশের সময় নহে, এখন যত ধীর-প্রকৃতি হইবেন, ততই কার্য্যসিদ্ধির বিষয়ে উত্তম।

মধুমু। ধীর-প্রকৃতিটে আবার কেমন? এর চেয়ে ধীর হোতে গ্যালে ঘে নাকে তেল দিয়ে মড়ার মত পোড়ে থাক্‌তে হয়, মহারাজ আপনার তা কৈ পোসায়, মন্ত্রী মহাশয় বয়েসেতে কোরে সহজেই মড়ার বাবা, ওঁর এ হোলে সোনায় সোহাগা হবে।

ধন। (স্বগত) একে মনসা, তায় আবার ধুনোর গন্ধ দিতে লাগ্‌লো। (মধুমুখের প্রতি দৃষ্টি।)

মধুমু। বলি, অমন কোরে চাচ্চ কি, তোমাদের সনে আমার আর কাজ নেই।

জয়। বিপক্ষের সহিত মিত্রভাব করিলেই বুঝি বড় ধীর হয়।

ধন। আর্য্য! পর্দ্ধন মহাশয় তাহা বলেন নাই, তবে এক্ষণে বৈরতা প্রকাশ করিলে তাঁহারা নানা প্রকার উৎপাত করিতে পারেন।

মধুমু। হাঁ হাঁ হাঁ, মন্ত্রী মশাই যে ভয়েই মর্‌চেন, তা দোষ নেই, বয়েস হোলেই বিপদের কতাতেই বস্ত্র ছা-ড়্‌তে হয়; কিন্তু ভাই আমাদের তা হয় না, আমাদের হোলো উট্‌তি বয়েস, আর গায়ে সামর্থ্য আচে, আমা-দের বিপদ কি যুদ্ধের নাম শুন্‌লে মন্‌টা নেচে ওটে।

জয়। তুমি বল কি, বিপক্ষকে সময় পাইলেই অপ-দস্থ করিতে চেষ্টা করাইতো পুরুষের কর্ম্ম, শত্রুর কো-পের ভয় করিলে কার্য্য কি প্রকারে চলে; আর তাহাদের এমন ক্ষমতাই বা কি, যে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত করে; আমি কি এতই হীনবল হইয়াছি, যে তাহাদের ভয়ে তটস্ত হইয়া থাকিব।

মধুমু। হাঁ, কে পৃথ্বীরাজ না ঢেঁকিরাজ, তার আবার ভয়ে আমাদের মহারাজ চুপ কোরে থাক্‌বেন, মন্ত্রী

মশাই যে একেবারে গোল্লার গালে, বল্‌তে লজ্জা কল্লে না।

পর্ব্ব। (স্বগত) না আমারই মূর্খতা হইয়াছে, এ আপদ থাকিতে কোন কার্য্যই হইবে না। (প্রকাশে) মহারাজ পৃথ্বী, পৃথ্বীরাজ।

জয়। পৃথ্বীরাজ কি?

পর্ব্ব। আজ্ঞা পৃথ্বীরাজ নিতান্ত।

মধুমু। মহারাজ! আর দেখেন কি, মন্ত্রীর হয়ে এসেচে, বিড্‌বুল বোক্‌চে, আর বড় দেরি নেই, গঙ্গা-যাত্রার উজ্জুগ করা যাক্‌।

জয়। হাঁ বোঝা গিয়াছে, তুমি বলিতেছ, পৃথ্বী-রাজ নিতান্ত অবজ্ঞার লোক নহে।

পর্ব্ব। মহারাজ!

জয়। তুমি দেখিতেছি উন্মাদ হইয়াছ তোমার বুদ্ধি গেছে, তুমি মন্ত্রীর কর্ম্ম কেন কর, পৃথ্বীরাজ এত বড় কি লোক যে আমি তাহার ভয়ে ভীত হইব।

মধুমু। ভাল মন্ত্রী, তোমার এত ভয় কি, যুদ্ধ হোলে তো তোমাকে তার নিকটেও যেতে হয় না, তুমি যে গেড়ের চ্যাং সেই গেড়েই থাক।

জয়। পৃথ্বীরাজ কি আমা হইতে বড় বীর, না বড় বুদ্ধিমান, যে আমি তাহাকে ভয় করিব, সেটাতো বালক, তাহার আবার ক্ষমতা কি?

মধুমু। হাঁ উত্তরে যখন যবনদের কুলধ্বংস কোরে, আপনি সিন্ধু নদের নীলজল রক্ত করেছিলেন, আর আট ভাট জন রাজাকে জয় কোরেছিলেন, তখন ও পৃথ্বীরাজ কোথায় ছিল?

জয়। অনলবারাপতি সিদ্ধরাজ আমাদ্বারা পরাজিত হইয়া আমার অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন, পৃথ্বীরাজের ভয় আমি করিব!

মধুমু। মহারাজ! সত্য বোলেছেন, আপনার সমান বীরই বা কে, আর বুদ্ধিতেতো আপনি স্বয়ং বৃহস্পতি।

পর্দ্ধা। হিত করিতে বিপরীত হইল, তা এক্ষণে আর বলা নহে।

জয়। ৺মাতামহ দেব পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর রাজ্য দিয়াছেন, তা কি উচিত হইয়াছে? পৃথ্বীরাজ এবং আমি উভয়েই তাঁহার দৌহিত্র, ইহাতে তিনি এক কন্যার সন্তানকে সমস্ত দিলেন, আর আমাকে নৈরাশ করিলেন কেন? পৃথ্বীরাজের শরীরে কি এমন গুণ দেখিলেন? অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে সে আমা হইতে ভাল কিসে হইল? লোকে তাহাকে বীর বলে, তা আমার কি বীরতা নাই? আমার অশীতিসহস্র বর্ম্মাবৃত সেনা ও ত্রিংশৎ সহস্র পাকরাবৃত অশ্বারোহী এবং তিন লক্ষ পাইক আছে, আর আমার সুহৃদের অভাব কি, অনলবারাপতি, কাশীপতি প্রভৃতি অনেক ভূপতি

আমার দলস্থ; বুন্দিপতি হাম্বির ও চণ্ডারপতি পুঞ্জরাজ পৃথ্বীরাজকে ত্যাগ করিয়া আমার অধীন হইয়াছেন।

মধুমু। হাঁ, মহারাজের যেমন কতা, পৃথ্বীরাজ আবার বীর, একবার পেলে শম্মা তার বীরত্ব বার কোরে দেন, আপনি হলেন দেবতুল্য লোক, আপনার সঙ্গে কি ও সব যে সে লোকের তুলনা করা ভাল দেখায়।

জয়। চল, স্নানাদি করা যাক গে, বৈতালিকেরা গান করিতেছে।

[প্রস্থান।

গীত।

আহা কিবা দেখ সবে চারুশোভা গগণে।
মধ্যগত বিভাবসু সমুজ্জ্বল কিরণে ॥
সলিলে কিরণ তাঁর, শোভে কিবা চমৎকার,
পরিয়াছে রত্নহার, কল্লোলিনী যতনে।
অনুরূপ রূপে তাঁর, বসেছেন দিয়া বার,
জয়চন্দ্র লয়ে তাঁর, পাত্র মিত্র স্বগণে ॥

দ্বিতীয়াঙ্ক। প্রথমাভিনয়।

(তাম্বুর সন্নিকটস্থ বৃক্ষ মূল। তক্ষকেশ ও চন্দ্রের প্রবেশ।)

চন্দ্র। আহা কি সুন্দর স্থান! ধরিত্রী সতী নবদূর্ব্বাদল রূপ কি মনোহর হরিৎ বস্ত্রে সজ্জিতা হইয়াছেন, বিটপী-তলসঞ্চারী শীতল সমীরণে শরীর পুলকিত হইতেছে, বহুপর্য্যটনান্তে স্থানটি সমধিক প্রীতি প্রদান করি-তেছে, কিঞ্চিৎকাল এই তরুতলে বিশ্রাম করিলে হয়।

তক্ষ। বাধা কি, তাম্বুর মধ্যে এপ্রকার অবাধিত সমীরণ নাই। (উভয়ের উপবেশন)

চন্দ্র। কোন কথার প্রসঙ্গে থাকা আবশ্যক, নচেৎ ক্ষণমাত্রে নিদ্রিত হইতে হইবে।

তক্ষ। যথার্থ, আমার নিদ্রার পূর্ব্ব লক্ষণ হইতেছে, দেহের বন্ধনী সকল যেন শিথিল হইতেছে, কবিচক্র-বর্ত্তী এ সময় অন্য কিছুই ভাল লাগে না, একটি কবিতা বলিলে ভাল হয়।

চন্দ্র। কি কবিতা বলিব?

তক্ষ। এই কান্যকুব্জরাজের বিষয় কিছু বলুন না।

চন্দ্র। রাটোর বংশের উৎপত্তি বিষয়ে আপনারা কিছুই জ্ঞাত নহেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

তক্ষ। উত্তম।

চন্দ্র। দিতিসুতনাশী বজ্রী বৈজয়ন্তিপতি
দেবেন্দ্রের পূততর মেরুদণ্ড হতে
উদ্ভব হইলা আদি পুরুষ যে জন,
তাঁর বংশ্যগণ, খ্যাত রাটোর নামেতে,
স্থাপিলা পারলিপুর অপূর্ব্ব নগরী;
এবে আহা সর্ব্বভুক কালের কবলে
পড়িয়াছে, চিহ্ন মাত্র নাহি আর কিছু।
নয়ন ভূপতি সেই বংশ্য এক জন
কান্যকুব্জপতি নৃপ অজয়ে নাশিয়া,
উপাধি লইলা কামধ্বজ মহাযশাঃ।
সেই ভীমবাহু হতে সজ্জিতা হইয়া,
রাটোরভূপতিগণ রাজধানী রূপে,
শোভে এই কান্যকুব্জ কনকনগরী
স্বপত্নী নগরী দল প্রভা বিনাশিয়া।
এই চারু শোভাময় জনপদ হতে,
কানোজী রাটোর নাম প্রচার ভূতলে।

তক্ষ। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) ও কে আসিতেছে, বসন্ত সখা না?

চন্দ্র। হাঁ।

তক্ষ। এই দিকেই আসিতেছে, এত দ্রুতপদে কেন ?

চন্দ্র। মনোমধ্যে কিছু একটা আছে বোধ হয়।

(নেপথ্যে) এখানে সব কি হচ্চে।

তক্ষ। (প্রণামান্তে) কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি।

বসন্ত। (প্রবেশ করিয়া) আর ভাবতে হবে না, এই বিশ্রামেই বিশ্রাম হয়েছে, বাড়ী যাবার উজ্জুক কর।

চন্দ্র। (তক্ষকেশের প্রতি) বসন্ত সখার কথার ভাব গ্রহণ করা দায়।

তক্ষ। ইহার মধ্যে যাইব কি, দেখ, কাহাকে কোথায় যাইতে হয়, রণস্থলে নিদ্রা যাইবারও সম্ভাবনা আছে।

বসন্ত। রণস্থলে নিদ্রা হয় কৈ ?

তক্ষ। এ সে নিদ্রা নহে, যমালয় গমন।

বসন্ত। বলি, রণের ভয়েই যদি কাঁপ, তবে তাড়াতাড়ি আস কেন ? খালি মহারাজের কাচে সাউঘুড়ি দেখালে কি হয়।

তক্ষ। ভয় কি দেখিলে, ভবিতব্যের কথা বলিতেছি।

বসন্ত। হাঁ, উদিকে তুলোরাম খেলারাম, কিন্তু মুখে বড়াই ধরে না।

চন্দ্র। (তক্ষকেশের প্রতি) বসন্ত সখার এত বাগাড়ম্বরের কারণ কিছু আছে।

তক্ষ। ভাল, আমরা ভীরুস্বভাব, এখন কি সংবাদ বল।

বসন্ত। সংবাদ বিসম্বাদ তল্পি তাল্পা বাঁধ।

চন্দ্র।—সে কিরূপ ?

তক্ষ।—কেন কি হইয়াছে ?

বসন্ত। মহারাজতো যুদ্ধ কোর্‌বেন না, আর জয়-চন্দ্রের কন্যাকেও হরণ কোর্‌বেন না।

তক্ষ। কেন ইহার মধ্যে মহারাজের ক্ষান্ত হইবার কারণ কি ঘটিল ?

বসন্ত। বসন্ত সখার ফাঁদে পোড়েছেন।

চন্দ্র। তুমি এমন কি ফাঁদ করিলে ?

বসন্ত। আমি করিনি, আমার ভায়রাভাই।

তক্ষ। সে কে ?

বসন্ত। সে কে আর, এই স্বয়ং কামদেব।

তক্ষ। কি হইয়াছে, ব্যক্ত করিয়া বলই না।

চন্দ্র। (তক্ষকেশের প্রতি) মহাশয়, আপনি উতলা হইতেছেন কেন ? বসন্ত সখার যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না।

বসন্ত। বড় তা নয়, মহারাজ সত্যি যাবেন, তিনি সঞ্জুক্তাকে হরণ কর্‌বেন না।

চন্দ্র। সে কি হে, মহারাজ সঞ্জুক্তাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিবেন বলিয়া এস্থানে আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে এরূপ কি হইল, যে তাঁহার পানিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

বসন্ত। এরূপেই হলো।

তক্ষ। কি বলই না ?

বসন্ত। একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখেইছি হয়েছে।

তক্ষ। কি ঘটনা?

চন্দ্র। এত বাগাড়ম্বর কেন, বলই না।

বসন্ত। তবে শোন, আজ সকালে মহারাজের সঙ্গে রথে চোড়ে নগর ভ্রমণ কত্তে গিয়াছিলুম, তাতো জান।

তক্ষ। হাঁ।

বসন্ত। বেড়াতে বেড়াতে ইন্দ্রতোরণের নিকটে দেকি, এক খান রথ অতি বেগে যাচ্চে।

চন্দ্র। কি বলই না, এত অনর্থক কথার প্রয়োজন কি?

বসন্ত। আগে শোন।

তক্ষ। ভাল বল।

বসন্ত। ঐ রথের ভেতোর দুটি পরম সুন্দরী মেয়ে কাতর হয়ে কাঁদছিল।

তক্ষ। তার পর?

বসন্ত। এই দেখে, মহারাজ নিজ রথ শীগ্‌গির তাঁদের রথের পাশে নে গেলেন, দেকলুম, তাঁদের রথের রজ্জু ছিন্ন হোয়ে অশ্ব দুটো অনায়ত্ত হয়েচে।

তক্ষ। মহারাজ কি করিলেন?

বসন্ত। মহারাজ এই দেকে সুযোগ বুজে তাঁদের রথে লাফিয়ে পোড়ে ঘোড়ার চুল ধোরে টেনে রথ থামালেন।

চন্দ্র। মহারাজ আর্ত্তব্যক্তির ত্রাণে তৎপর।

তক্ষ। বীরস্বভাবই এই রূপ, তার পর?

বসন্ত। এপর্য্যন্ত মেয়ে দুটি মুখ খুলেছিলেন, কিন্তু মহারাজ রথ থামালে তাঁরা ঘোমটা দিলেন, আর বোল্লেন, "আপনি মহাজন, আপনার নিকট আমরা চিরবাধিত হয়েচি, যেতে বোল্‌তেও পারিনে; কিন্তু না বোল্লেও নয়, আমরা স্ত্রীলোক, আপনার আমাদের সঙ্গে এক রথে থাকা ভাল দেখায় না, আপনার সারথিকে আমাদের রথে দিয়ে আপনি নিজ রথে গেলে ভাল হয়।"

চন্দ্র। মহারাজ কি বলিলেন?

বসন্ত। মহারাজ তাঁদের সঙ্গে কত রসিকতা কল্লেন, আর গদগদ হতে লাগ্‌লেন।

তক্ষ। কামিনী দুটি কেমন দেখিলে?

বসন্ত। সে কথা আর বোল্‌বো কি, তাঁদের মধ্যে অল্প বয়সীটির রূপ দেখে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গেলুম, চক্ষু ফেরাতে ইচ্ছা হলো না।

চন্দ্র। মহারাজ তাহার পর কি করিলেন?

বসন্ত। মহারাজ নিজ রথে এলেন, আর তাঁরা চলে গেলেন।

তক্ষ। তাহাতে যুদ্ধে নিবৃত্তির কারণ কি?

বসন্ত। ছ্যা, তোমরা নিতান্ত অরসিক, প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির কারণ।

চন্দ্র। কিহে।

বসন্ত। লোকে একটা মেয়ের হাতে পোড়েই অস্থির হয়, তা এ যে দুটো।

চন্দ্র। তবে কি মহারাজ তাঁহাদের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন ?

বসন্ত। শক্ত আসক্ত হয়েচেন, সহজ রকম নয়, একেবারে খেপে উঠেচেন, বিষ্ণুতেলের আবশ্যক।

তক্ষ। কেন কি করিতেছেন ?

বসন্ত। আর কোন দিকেই মন নাই, বোকার মতন ইদিক উদিক চেয়ে বেড়াচ্চেন, সাত ডাকে উত্তর পাওয়া যায় না।

চন্দ্র। অহো কি আশ্চর্য্য দেখ মন্মথের বল !
অভ্রভেদী হৈমবত তুঙ্গ শৃঙ্গ যথা,
বরষার বারিধারা সহে স্থিরভাবে,
সেইমত অটল যে রাজদলপতি
সহেন সমরস্থলে খরশরাধার ;
ক্ষণেকে সম্মথ দেখ পুষ্প শরাঘাতে
ব্যাকুল করিল আজি সে জনের মন।
অস্থিরিল স্মর হায় শঙ্করে সহসা।

তক্ষ। তবেইতো বিপদ্, মহারাজ এ সময় অন্য মন হইসে কার্য্য সিদ্ধি কি রূপে হয় ?

বসন্ত। তোমরা ভাল লোক “মূলে নাগ নেই ফুলে-শয্যে ,, কার্য্যটাই কি আগে স্থির কর, তার পর সিদ্ধির কথা।

তক্ষ। কেন, যে কার্য্যে আসা।

বসন্ত। হাঁ, “সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতে কার মা ,, মহারাজ যে সে আশার বাসা ভেঙে বোসে আছেন।

চন্দ্র। মহারাজ কি বলেন?

বসন্ত। তিনি বলেন, দেশে ফিরে যেতে, জয়-চন্দ্রের মেয়েতে তাঁর কাজ নেই।

তক্ষ। সে কিরূপে হয়?

চন্দ্র। না এস্থানে আর থাকা নহে, কি ব্যাপার জানা উচিত।

তক্ষ। মহারাজ সমরসিংহও অনুপস্থিত, তিনি থাকিলে উত্তম হইত।

চন্দ্র। বোধ করি, তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, এক বার দেখিয়া যাইব।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক। দ্বিতীয়াভিনয়।

পৃথ্বীরাজের শিবিরে পৃথ্বীরাজ বণিকবেশে ও বসন্ত সখা ব্রাহ্মণবেশে উপবিষ্ট।

পৃথ্বী। কেমন বসন্ত সখা, কান্যকুব্জ নগর দেখিলে কেমন।

বসন্ত। কানকুব্জে ভাল।

পৃথ্বী। সে কি?

বসন্ত। কানা কুঁজো অনেক আছে।

পৃথ্বী। উৎসব দিবসে হীনাঙ্গব্যক্তিরা ভিক্ষার্থ বাহির হয়; এখন নগর দেখিলে কেমন বল।

বসন্ত। দেখ্‌লেম মন্দ নয়।

পৃথ্বী। সে কি হে, এত দিনের কান্যকুব্জ নগর দেখিয়া যদি মন্দ নয় বলিলে, তবে উত্তম কাহাকে বলিবে?

বসন্ত। আপ্‌নার রাজধানীর নিকট এ কান্যকুব্জ মন্দ নয় ছেড়ে বিকট হয়।

পৃথ্বী। হাঁ বল কি, আজমীর অপেক্ষা জয়চন্দ্রের রাজধানী সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

বসন্ত। আজমীর হইতেই সর্ব্বাংশে ভাল, হস্তিনার চেয়েতো খর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

পৃথ্বী। এ কথা যথার্থ, হস্তিনা ইহাপেক্ষা বহ্বাংশে ভাল, তাহার সহিত কান্যকুব্জের তুলনা করাই অযোগ্য, সে হইল অতি প্রাচীন নগর। ৺মাতামহ দেব আমাকে এই হস্তিনার সিংহাসন দিয়াছেন বলিয়াই জয়চন্দ্র আমার প্রতি এত বৈরভাব প্রকাশ করেন; উক্ত না হইলে একটি সমান্য বস্তুর নিমিত্ত কি এত আক্রোশ লোকের মনে হয়?

বসন্ত। একন পতে আসুন, শর্ম্মা যা বলেন, তার কি আর নড় চড় আচে? বেদবাক্যও যদি নড়ে, তবু আমার কতা নড়ে না, একেবারে বড় গাচের মত শেকোড় গেড়ে বসে।

পৃথ্বী। হাঁ তাহার সন্দেহ কি, তোমার কথাই যদি নড়িবে, তবে আর অনড় কি থাকে, তোমার বুদ্ধি কেমন সূক্ষ্ম!

বসন্ত। মহারাজ! যথার্থ কথা বোলেচেন, একতা আমাকে সকলে বলে।

পৃথ্বী। সকলে কি কথা বলে হে?

বসন্ত। কেন সকলেই বলে, যে আমার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধির লোক আর নেই।

পৃথ্বী। হা হা হা, তা বলিবেইতো, তোমার মত বুদ্ধিমান লোক সকলে পাইবে কোথা?

বসন্ত। আচ্ছা হাঁ, এই লোকে কতার কতা বলে, "কুকড়ির ভেতর থাসা চাল,, তা আমাও তাই

হয়েছে ; এই যে দেখ্‌চেন শর্ম্মা, এঁর পেটে যে কত গুণ আছে, তা কে বোল্‌তে পারে? মহারাজ! অধিক কি বোল্‌বো, বৃহস্পতিকে হারমেনে যেতে হয়।

পৃথ্বী। ভাল, বসন্ত সখা এখন ও সকল রাখ, আমি যাহা বলি তাহা শুন।

বসন্ত। যে আজ্ঞা, তবে বলুন, আমি পান সুপুরি হাতে নে বসি।

পৃথ্বী। সে আবার কি ?

বসন্ত। নবপঞ্জিকার ফলাফল শোন্‌বার সময় লোকে পানসুপুরি হাতে কোরে শোনে না ?

পৃথ্বী। না হে, এ উপহাসের কথা নহে, আমি এক বড় বিপদে পড়িয়াছি।

বসন্ত। হাসির কতা হলেই উপহাস কত্তে হয়।

পৃথ্বী। কেন, আমি এমত কথা কি বলিলাম, যে তোমার হাসি পায়।

বসন্ত। না তো কি, আপ্‌নি হলেন মহারাজ, আপ্‌নার কটাক্ষে কত শত লোক নির্বিপদ হয়, তা আপ্‌নি আর বিপদগ্রস্ত হবেন কি!

পৃথ্বী। ওহে, রাজা হোলেই কি বিপদহীন হয়! যে যত উচ্চপদস্থ তাহার বিপদও তত অধিক হয় ; এক জন দিন পরিশ্রমী সমস্ত দিবস শ্রম করিয়া রাত্রিকালে সামান্য কাষ্ঠময় খট্টাতে শয়ন করিয়া যে সুখভোগ করে, তাহা একজন পৃথিবীপতি সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়নেও

শত শত দাস দাসী দ্বারা পরিসেবিত হইয়াও অনু-ভব করিতে পারে না।

বসন্ত। মহারাজও যে বিদ্রুপ আরম্ভ কর্লেন, দেখি, এও কি হয়।

পৃথ্বী। না বিদ্রুপ করিব কেন, সত্যই এরূপ ঘটে, আমাতেই দেখ না।

বসন্ত। দেখ্বো আবার কি, আপ্নার কি সোনার খাটে শুয়ে সুখ হয় না? তা ভাল, আপ্নি আমার ঠ্যাং ভাঙা খান নিয়ে আপ্নার খাট খান দেবেন?

পৃথ্বী। তুমি যে শ্রবণ না করিয়াই গোলযোগ করিতে লাগিলে, অগ্রে শ্রবণ কর।

বসন্ত। শ্রবণ দুটিই আছে, কর্তে হবে না, আপ্নি বলুন।

পৃথ্বী। এই দেখ, আমি রাজা, মানাপমানের জন্য আমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়; জয়চন্দ্র আমাকে অবমাননা করিবার স্থির করিয়াছেন, এখন আমি যদি কিছুই না করি, তাহা হইলে জগতে আমার আর অপ-যশের সীমা থাকিবে না।

[চন্দ্র ও তক্ষকেশের প্রবেশ।

চন্দ্র। আয়ুষ্মন্, অদ্য এরূপ বিমর্ষভাব কেন?

বসন্ত। রূপেই আমর্ষহীন কোরে বিমর্ষ কোরেছে।

তক্ষ। আয়ুষ্মন্, অদ্য এরূপ ভাব কেন?

বসন্ত। আর কেন, তখন বোল্লুম কি মহারাজ একটা মেয়ে দেকে খেপে উটেচেন।

চন্দ্র। আয়ুষ্মন্, বসন্ত সখা বিদ্রুপারম্ভ করিলেন।

পৃথ্বী। বসন্ত সখা যথার্থ কহিয়াছেন, আমি চিত্ত স্থির করিবার জন্য অনেক যত্ন করিতেছি, কিন্তু কোন মতেই কিছু হইতেছে না। সেই সুন্দরীর কটাক্ষশরে আমার অন্তর বিকল হইয়াছে, আমি তাঁহাকে ভুলিবার জন্য যত চেষ্টা করি, ততই তাঁহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়; তাঁহাকে দর্শনাবধি আমার হৃদয়ে সেই চারুচক্ষু-দ্বয় বিরাজ করিতেছে।

বসন্ত। (স্বগত) এঁর হয়েচে, একেবারে গোল্লায় গেচেন। (প্রকাশে) মহারাজ! চক্ষু সরাজ হওয়াতে হৃদয় বিরাজ হয়েছে।

চন্দ্র। মহারাজ! বিধাতার লীলা কেহই বুঝিতে পারে না; এরূপ ঘটনার কোন সম্ভাবনা ছিল না, এসময় ইহা মঙ্গলকর নহে।

পৃথ্বী। হাঁ আমি নিতান্ত ভগ্নোদ্যম হইয়াছি।

তক্ষ। মহারাজ! সামান্য কামিনীর জন্য মান-সম্ভ্রম ত্যাগ করা বীর পুরুষের কর্ম্ম নহে।

পৃথ্বী। যাহা বলিলে সত্য, আমি আপনিই আপনার দোষ বিলক্ষণ জানিতেছি, মনকে কোন মতেই প্রবোধ দিতে পারি না, এক্ষণে কি করি, তাহা বল আমার চিত্তের স্থিরতা নাই।

তক্ষ। মহারাজ যখন এতদূর আসা হইয়াছে, আর জয়চন্দ্র দ্বারা এরূপ অবমাননা কৃত হয়েছেন, তখন তাঁহার কন্যা হরণ ও যজ্ঞ নষ্ট করা কর্ত্তব্য।

পৃথ্বী। আমি তাঁহার কন্যা হরণ করিয়া কি করিব? আর অন্তরের উৎকণ্ঠা বশতঃ দেহও অবসন্ন হইতেছে, সংগ্রামে প্রবৃত্তই বা কি রূপে হইব?

তক্ষ। মহারাজ! আমার তক্ষক কুলে জন্ম, আপনকার জগজ্জানিত ধ্বজা আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, আমার প্রাণ থাকিতে তাহা অবমানিত হইবে না, আপনি না পারেন, আমাকে আজ্ঞা করুন।

চন্দ্র। ক্ষত্রকুল চূড়ামণি দেব তব মুখে
সাজে কি এ হেন কথা কাপুরুষ সম?
ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের হুত অগ্নি হতে
উঠিলেন যে চৌহানকুল-আদি পিতা,
চতুরঙ্গ অসি বর্ম্ম ধনুর্ব্বাণ করে,
তাঁর পূত বংশে জন্ম লয়ে কোন্ রাজা,
থাকেন বিপক্ষ কৃত অপমান সহি?
বীরেন্দ্রকেশরী দেব! কি রূপে আপনি
সহিবেন চিরবৈরী জয়চন্দ্র কৃত
এ দুঃসহ অপমান? পবন বাহনে
যবে দেশদেশান্তরে জনরব ভ্রমি

কবে এ কুৎসিত কথা ; ক্ষত্রপতি যত
রোধিয়ে শ্রবণপথ কবে ঘৃণা করি।

পৃথ্বী। চন্দ্র! তুমি উত্তম কহিয়াছ, আমি অতি নরাধম, আমি চৌহান রাজপুত্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অবমাননার প্রতিবিহিংসা পরাঙ্মুখ হইয়াছি. আমি অবশ্য জয়চন্দ্রের যজ্ঞ নষ্ট ও সঞ্জুক্তা হরণ করিব. আমার দ্বারা চিরপ্রভাময় চৌহানকুল কখনই কলঙ্কিত হইবে না।

তক্ষ। আয়ুষ্মন্, ইহা আপনার যোগ্য।

চন্দ্র। নগর ভ্রমণেই সময় গিয়াছে, আহারাদি হয় নাই, অনুমতি হইলে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

পৃথ্বী। ভাল।

[চন্দ্র ও তক্ষকের প্রস্থান।

দূত। (প্রবেশ করিয়া সপ্রণামে) মহারাজ! ভৃত্য আজ্ঞা পালন করিয়াছে।

পৃথ্বী। বার্ত্তাবহ সংবাদ বল, উহাদিগের ষড়্‌যন্ত্রাদি কিরূপ দেখিলে?

দূত। আয়ুষ্মন্, রাজা জয়চন্দ্র ভবদীয় আগমনের কোন সংবাদই পান নাই, সৈন্যসামন্ত নগরে অনেক উপস্থিত আছে, কিন্তু সংগ্রামার্থ প্রস্তুত নাই।

পৃথ্বী। কেন, সজ্জীভূত নাই কেন?

দূত। কতক সজ্জীভূত আছে, তবে সকলে নাই।

বিপৎপাতের আশঙ্কা করেন নাই, যে সকলে প্রস্তুত থাকিবে।

পৃথ্বী। ভাল, এসকল সংবাদ তুমি কাহার নিকট পাইলে, তোমাকেতো কেহ চিনিতে পারে নাই?

দূত। তাহা কি রূপে পারিবে; আমি ছদ্মবেশে কান্যকুব্জের তাবৎ স্থান ভ্রমণ করিয়াছি; রাজা জয়-চন্দ্রের লোক জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছি, যে আমি ধরপতির লোক; আর আগত রাজাদিগের লোক জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছি, যে আমি রাজা জয়চন্দ্রের লোক।

পৃথ্বী। বার্ত্তাহর! আগত নৃপতিগণ কিরূপ আয়োজনে আসিয়াছেন?

দূত। তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু সৈন্য আনিয়া-ছেন, কেহ পঞ্চদশ সহস্র, কেহ দশ সহস্র, ইহা হইতে অল্প কেহই আনেন নাই। সমাগত রাজগণ কনোজ-পতির পক্ষ হইলে বিপদ।

পৃথ্বী। আমাদিগের সৈন্যের উৎকৃষ্ট ভাগ উপস্থিত আছে; ভয় কি, আর আগত নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেরই আমার সহিত সম্প্রীত আছে।

দূত। আয়ুষ্মন্. যাহা অজ্ঞা করিতেছেন, সকলেই কনোজপতির পক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

পৃথ্বী। এক্ষণে আমার কত সৈন্য আসিল, তাহার তো কিছুই শুনিলাম না, সেনাপতি গণবীর সিংহ কোথা?

দূত। অনুমতি হইলে সেনাপতি মহাশয়কে আসিতে বলি।

পৃথ্বী। ভালইতো।

দূত। যে আজ্ঞা

[সপ্রণামে প্রস্থান।

পৃথ্বী। এখন একর্ম্মেতো প্রবৃত্ত হওয়া গেল, দেখা যাক কি হইয়া উঠে; এত রাজার সমক্ষে, আর জয়চন্দ্রের পুরির ভিতর হইতে সঞ্জুক্তাকে হরণ করা সামান্য কর্ম্ম নহে।

বসন্ত। মহারাজ! আপনার পক্ষে কি এ আর বড় ব্যাপার, আপনি দাঁড়ালে সিঙ্গির মুখে শেয়ালেরা যেমন ন্যাজ মুকে কোরে পালায়, তেমনি জয়চন্দ্র আর এই রাজারা পালাবে।

গণ। (প্রবেশ করিয়া সপ্রণামে) আয়ুষ্মন্, ভৃত্যকে কি অনুমতি হয়?

পৃথ্বী। এই যে গণবীর, কি সংবাদ বল, সৈন্যাদি সংগ্রহ কি রূপ করিয়াছ?

গণ। মহারাজ! তাহা উত্তম রূপ করিয়াছি, বাছা বাছা যোদ্ধাকেই আনা হইয়াছে, ইহাঁদের সকলেই সংগ্রামদক্ষ, কেহই রণস্থলে পৃষ্ঠ দেখান না।

পৃথ্বী। আবীরচন্দ্র ও মথুরাদাস আসিয়াছেন?

গণ। আজ্ঞা হাঁ, আবীরচন্দ্র অষ্ট সহস্র গর সেনা

এবং মথুরাদাস দ্বাদশ সহস্র দেবরা সেনা লইয়া আসিয়াছেন।

পৃথ্বী। হীরানন্দ আসিয়াছেন? তাঁহার সহিত যে অনেক সেনা আছে।

গণ। আজ্ঞা, হীরানন্দ এখনও উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তিনি সন্ধ্যার মধ্যেই আসিবেন; তিনি না আসিলে চলে কৈ, তাঁহার সহিত বিংশতি সহস্র কাটি সেনা আছে।

পৃথ্বী। হীরানন্দ আসিলে আমাদিগের যথেস্ট সেনা হইবে। এ কর্ম্ম নির্ব্বিরোধে হইবে না, তা এখন বিরোধের ভয় কি?

গণ। আয়ুষ্মন্, আগত নৃপতিগণ রাজা জয়চন্দ্রের পক্ষ হইলে বিপদ হইবে।

পৃথ্বী। আমাদিগের যে সেনা আসিয়াছে, তাহার এক সহস্র অন্যের চারি সহস্রের তুল্য, নৃপতিগণ তাহার পক্ষ হইলে ভয় কি!

গণ। আয়ুষ্মন্, যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা অযুক্ত নহে, আর যখন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন কোন মতেই নিবৃত্ত পাওয়া নহে।

পৃথ্বী। তুমি সৈন্যদিগকে উত্তম রূপে প্রস্তুত করগে।

গণ। যে আজ্ঞা

[সপ্রণামে প্রস্থান।

পৃথ্বী। দেখ বসন্ত সখা, আমি এদিকে সকল করিতেছি বটে, কিন্তু সেই সুধাংশুবদনার ভাব এক এক বার অন্তরে উদয় হইয়া আমাকে ভগ্নোদ্যম করিতেছে; আমি দেখিতেছি, সে কামিনীকে না পাইলে অস্থির হইব; তা তাঁহাকে পাইবই বা কোথায়, কোন উপায় দেখি না।

বসন্ত। মহারাজ! গোড়ায় স্থির না থাকলেতো আর অস্থির হয় না।

পৃথ্বী। দেখ বসন্ত সখা! তোমরা সন্ধান দেখ, যদি সে সুরূপার কোন সংবাদ পাও।

বসন্ত। বাঃ, মহারাজতো মন্দ নন, আপনি ঘাটে ঘাটে মেয়ে দেকে আসবেন, আমরা তার সন্ধান কি করবো?

পৃথ্বী। আমি বলিতেছি কেন, যে একবার যদি তাঁহার ভাব জানিতে পারি, তাহা হইলে সন্দেহ ভঞ্জন হয়। আমার যেরূপ হইয়াছে, তাঁহার মনও যদি সেই রূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর মিলনের জন্য ভাবিতে হয় না। এখন তাঁহার ভাব ভাবিতে ভাবিতেই অস্থির হইতেছি; এক মনে প্রণয় হওয়া অপেক্ষা আর কষ্ট নাই। উঃ, ইহা কি ভয়ঙ্কর! এ প্রকার অস্থিরাবস্থায় থাকা অপেক্ষা বরং নৈরাশ ভাল। ইহা অত্যন্ত কষ্টকর. কখন তাঁহার মনেও প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে ভাবিয়া মনঃকল্পনাভরে আশালতাকে প্রণয় কুসুমে পরিপূর্ণ

করিতেছে; ক্ষণমাত্র পুনঃ জ্ঞানোদয়ে সে আশা-লতা উন্মূলিত হইতেছে, আমার প্রতি তাঁহার মন হইবার সম্ভাবনা কি?

বসন্ত। (স্বগত) ইনি হয়ে উটেচেন, এখন এঁকে শান্ত করার কতা কওয়াই উচিত। (প্রকাশে) মহারাজ! আপনি এত বড় রাজা, আপনাতে তাঁর অনুরাগ না হবেতো হবে কাতে?

পৃথ্বী। ওহে, প্রণয় কি ধন দেখিয়া হয়? আমি যে রাজা তাহাই বা তিনি জানিবেন কি রূপে?

বসন্ত। তা, আপনি তাঁকে কোন্ বোল্লেন?

পৃথ্বী। তখন কি জানি যে এত হইবে, তাহা জানিলে এক প্রকার সুযোগ করিতাম।

বসন্ত। (স্বগত) এক্ষণে এঁকে অন্যমন করা উচিত। (প্রকাশে) মহারাজ চলুন, একবার সেনারা কি কচ্চে দেখিগে।

পৃথ্বী। তা চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক। প্রথমাভিনয়।

সঞ্জুক্তার গৃহসম্মুখস্থ গৃহে মধুমালতী
ও চারুশীলার প্রবেশ।

মধুমা। ক্যান্ লা চারুশীলে, তোর মুকুটি যে শুক্‌নো শুক্‌নো দেক্‌চি, চোক জড়ান জড়ান, যেন কাঁদ্‌ছিলি ?

চারু। না দিদি, কিচু হয়নি, মনটা বড় ধড়্ ফড়্ কোচ্ছিল।

মধুমা। কেন মন অমন কোচ্ছিল? রাজনন্দিনীর বিয়ে হবে, আমাদের এচেয়ে আহ্লাদের দিন কি আর হবে ?

চারু। (করুণ স্বরে) দেক দিদি, রাজকুমারীর বিয়ের কতা যে দিন থেকে শুনেচি, সেই দিন থেকে আমার মন হুহু কচ্চে; আজ ভাই, এম্‌নি হলো, যে রইতে পাল্লুম না। (রোদন)।

মধুমা। ও কি লো, তুই যে ছেলে মানুষের বাড়া হলি, কাঁদিস কেন, কি হয়েচে বল্ দেকি?

চারু। (চক্ষু মুছিয়া) দেখ দিদি, রাজনন্দিনীর কাচে এত দিন আচি, কখন একটি উচু কতা কর্‌নি, আর আপনার বোনের মতন কোত্তেন, তা আজ বাদে

কাল উনি শ্বশুর বাড়ী গেলে আমি কার কাচে থাক্‌বো। (রোদন)।

মধুমা। ছি কাঁদিস্‌নে, চোক পোঁচ, এর ভাই কি কর্‌বি, তোর জন্যেতো আর রাজনন্দিনী আইবড়ো থাক্‌বেন না। বিয়ে হলেই শ্বশুর ঘর কত্তে হয়।

চারু। তোমার কি, তুমি রাজকুমারীর সঙ্গে যাবে, আমিতো আর যেতে পাব না। রাজকুমারী যাবেন এই ভেবেই আমি ঘরগুণোয় ঢুক্‌তে পারিনে; তা উনি গেলে এ আঁদার পুরিতে আমি কি কোরে থাক্‌বো। (রোদন)

মধুমা। এ বোন তোমার অন্যাই, রাজকুমারী মা বাপ ছেড়ে শ্বশুর বাড়ী থাক্‌তে পার্‌বেন,আর তুমি তাঁকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না?

চারু। দিদি, আমি যে মা, বাপ, ভাই, বোন সব ছেড়ে রাজকুমারীর কাচে এসেচি, ওঁকে ছেড়ে আমি যাব কোতা? (রোদন)।

মধুমা। তা ভাই, তুই আর কাঁদিস্‌নে, আমি তোকেও নেযাবার জন্যে রাণীকে আর রাজকুমারীকে বোল্‌বো।

চারু। (হস্ত ধরিয়া) আমার মাতা খাস ভাই বলিস, তুমি যা বোল্‌বে আমি তাই কোর্‌বো।

মধুমা। ভাল, তা বোল্‌বো, একন্ ওকতা রাক, রাজকুমারীর বিয়ে কেমন হচ্চে বল্।

চারু। দেখ দিদি, ঘটকের মুকে শোনার চেয়ে নিজে দেকা ভাল।

মধুমা। তাবই কি বোন, সে কেবল পরের মুকে ঝাল খাওয়া বইতো নয়। আমাদের রাজকুমারী মহারাজের বড় আদোরের মেয়ে; মহারাজ পরের কতা শুনে বিয়ে দেবেন কেন ?

চারু। এ সকলের চেয়ে ভাল হয়েচে, রাজকুমারী মনের মত বর দেকে নিতে পার্‌বেন।

মধুমা। হ্যাঁ, সব রাজাই এসেচেন, যাঁকে ইচ্ছা হবে, তাঁকেই বরণ কোত্তে পাব্‌বেন।

চারু। ভাল মালতী দিদি, আজ রাজনন্দিনী সকালে ওটাতে বারণ কোরেছিলেন কেন ?

মধুমা। কাল রাত্তিরে যে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত গান কোরেছিলেন।

চারু। আমি দুতিনবার এদিকে এসেছিলুম, কোই গান বাজ্‌নাতো কিছুই শুন্তে পাইনি ?

মধুমা। (স্বগত) ছুঁড়ি টের পেয়েচে না কি ? (প্রকাশে) তুই ভাই ককন এসেছিলি বল্‌ দেকি।

চারু। একটু রাত হোলে এসেছিলুম।

মধুমা। ওঃ তাই ! তকন্‌ তবে আম্‌রা খেল্‌ছিলুম।

চারু। কাল যে বড় এত খ্যালার ধুম পোড়্‌লো ?

মধুমা। রাজনন্দিনী বোল্লেন, "আজ এস একটু

আমোদ আহ্লাদ করা যাক; এর পর এমন স্বাধীনে আমোদ প্রমোদ করা দুর্ঘট হবে।,,

চারু। সত্যি ভাই, এই যেমন পাকিকে সোনার খাঁচায় রেকে নানা সুখাদ্য দিলেও সে বনে পালাবার জন্যে ধড়্ ফড়্ করে, তেমনি শ্বশুর বাড়ীতে হাজার সুকে থাক্‌লেও বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করে।

মধুমা। বোন! বাপ মার স্নেহ কি কেউ ভুল্‌তে পারে? অমন স্নেহ আর কে কোর্‌বে?

চারু। মালতী দিদি, তুমি আজ সকালে কোতা ছিলে?

মধুমা। (স্বগত) এ যে ঐ কতাই কয়, ভোলেও না। (প্রকাশে) কোতায় আর থাক্‌বো।

চারু। তবে তোমাকে যে সকালে দেক্‌তে পাইনি।

মধুমা। এই যে ঘুমুম, রাজকুমারীর সঙ্গে অনেক রাত পর্য্যন্ত খেলেছিলুম, তাই সকালে উঠ্‌তে পারিনি।

চারু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওটা ভুলে গেচ্‌লুম। মালতী দিদি, রাজকুমারীকে আজ কাল কেমন দেক্‌চো।

মধুমা। কেমন আবার দেক্‌বো?

চারু। কেন আমারতো ভাই বোধ হয়, রাজকুমারী বড় আমোদে আচেন; বিয়ের কতা হয়ে অবধি তাঁর রূপযৌবন যেন উৎলে পড়্‌চে।

মধুমা। তা বোন হবে না, মাধবীলতা সহকারকে আশ্রয় কর্‌বার আগে কেমন বল কোরে ওটে দেখ না।

চারু। তা দিদি, চল একবার রাজকুমারীর কাচে যাই।

মধুমা। না তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই বোন পাশা গুণো আন্‌গে দেকি।

চারু। কেন, যেতে যে বারণ কচ্চো।

মধুমা। রাজকুমারীর এক্‌টু অসুক কোরেচে।

চারু। কি অসুক কোরেচে ?

মধুমা। তাঁর মাতা ধরেচে।

চারু। একবার দেকে যাই না।

মধুমা। না তিনি এক্‌টু শুয়ে আছেন।

চারু। থালি মাতা ধোরেচে, আরতো কিচু হয়নি।

মধুমা। না আর কোন অসুক করেনি, মাতা ধোরেচে আর গা মাটি মাটি কোচ্চে।

চারু। তাতো কোর্‌বেই, আজ তিনি যে ব্যালায় উঠেচেন ? যাঁর সকালে ওটা ওব্বেস, এত ব্যালায় উট্‌লে তাঁরগা ঘুম ঘুম কোর্‌বেইতো; শরীর ভাল বোধ হবে কেন ? নানা গ্লানি হবেইতো।

মধুমা। হাঁলো হাঁ তুই এক্‌টু থাম, তোর আর বোদ্দিগিরি ফলাতে হবে না; ব্যালায় উট্‌লে গা ঘুম ঘুম কোর্‌বে কেন, অনেক ঘুমুলে কি আর ঘুম পায় ?

চারু। এতে আর ভাই বোদ্দিগিরি কি হলো ?

আপ্‌নারা ভুগেচি তাই বোল্‌চি, কাঁচা ঘুমে উট্‌লে গা মাটি মাটি করে।

মধুমা। ভাল বোজালি, যা হোক তুই আবার কাঁচা ঘুম পেলি কোতা, পাকা ঘুম বল্‌।

চারু। না ভাই, তুমি ঠাট্টা কোর্‌বে তার কি হবে।

মধুমা। তুই ভাই একন ওসব রেকে পাশা আন্‌গে।

চারু। পাশা কি হবে ?

মধুমা। রাজনন্দিনী উটে খেল্‌বেন।

চারু। তবে যাই আনিগে।

[প্রস্থান।

মধুমা। এ ছুঁড়ি যে জান্‌তে পারেনি ভালই হয়েচে, ওর পেটে কতা থাকে না, গুল গুল কোরে এতক্ষণ দেশ গাবিয়ে ফেল্‌তো। লুকিয়ে কর্ম্ম করা বড় দায়; চারুশীলে যেই আমাকে 'দেক্‌তে পায়নি কেন বোলেচ, অমনি আমার মনটা ছ্যাঁৎ করে উটেচে। আবার দেকোদিকি, এতো লুকিয়ে ঢাকা ঘোড়া দে গেলুম, যেন কেউ চিন্‌তে পারে না; না ঘোড়া জুটো বেবশ হোয়ে ছুট্‌তে লাগলো। তকন প্রাণের দায় কান্না কাট্‌না কোত্তে হলো, একন কেউ চেনা লোকে না দেকে থাকে, তবেই রক্ষে; মহারাজের আজ্ঞে না নে যাওয়াটা রাজকন্যের উচিত হয়নি। যাই একবার রাজকুমারী উটেচেন কি না, দেকিগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক। দ্বিতীয়াভিনয়।

সঞ্জুক্তার গৃহে সঞ্জুক্তা শয়ানা ও
মধুমালতীর প্রবেশ।

মধুমা। ও মা! রাজনন্দিনী যে একনও ঘুমুচ্চেন! তা ভাল, ঘুমুলে মাতা ছেড়ে যাবে এখন। রাজনন্দিনীর শরীরের আবল্লি কেন হয়েছে তা একন জেনেচি, চারুশীলে ব্যালা পর্য্যন্ত ঘুমোবার কতা বলাতে মনে হলো; আমারি গা মাটি মাটি কোচ্চে, তা ওঁর এত ঘুরে বেড়ান সবে কেন? জাগাব না। আমি একটু এই খেনে বসি। (উপবেশন করিয়া) চারু-শালে বোল্‌ছিলো মন কেমন কোচ্চে, তা বোল্‌বেইতো! রাজকুমারী আমাদের যে রকম ভাল বাসেন, তা বলা যায় না; এঁকে ছেড়ে থাকাতো সহজ কতা নয়, মা বোনকে বরং ছাড়া যায়।

সঞ্জু। (সুপ্তাবস্থায়) আমি যে কুলবালা।

মধুমা। রাজকুমারী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বোক্‌চেন কি? কুলবালা না কি একটা বোল্‌লেন; বোজা গেলো না। দেকি যদি আর কিছু বলেন।

সঞ্জু। ওঁর আমাদের সঙ্গে থাকা শোভা পায় না।

মধুমা। এ যে রতের ঘটনার স্বপন দেক্‌চেন দেকি, এই কতা না তাঁকে বোল্‌তে বোলেছিলেন ?

সঞ্জু। আমরা কি উপকার করিব, গ্রহণ করিলে দাসী আপনার।

মধুমা। আগের কতা যতাত্ত বোলেছিলেন। শেষটা মনের কতা বোল্লেন না কি ? সেতো ভাল নয়।

সঞ্জু। বাবা আমি কি করি। (চাঞ্চল্য)

মধুমা। ওমা একি ! (গাত্রে হস্ত দিয়া) রাজকুমারি ! রাজকুমারি ! অমন কোঁচ্চো কেন, কি হয়েচে, ওট।

সঞ্জু। (উঠিয়া চক্ষু মর্দ্দন পূর্ব্বক) আঁ। কি !

মধুমা। অমন কোচ্ছিলে কেন ?

সঞ্জু। না কৈ কিচুইতো কোরিনি।

মধুমা। এই যে ঘুমুতে ঘুমুতে যেন কেঁদে উঠ্‌লে।

সঞ্জু। তবে বুঝি স্বপন দেকেছিলুম।

মধুমা। আজ বেড়াতে যাওয়ার স্বপন দেক্‌-ছিলে কি ?

সঞ্জু। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) সখি ! আমার যাওয়া ভাল হয় নি।

মধুমা। গিয়ে মন্দ কি হয়েচে ?

সঞ্জু। তা বৈ কি, আমাদের কেউ ঘর থেকে বার

হয় না; চন্দ্রস্থূর্য্য আমাদের মুক দেক্‌তে পান না; তা আমরা যে রতে কোরে নগর প্রদক্ষিণ করেচি, এ কতা বাবা শুন্‌লে কি বোল্‌বেন?

মধুমা। ভাল কতা ঢাক্‌তে পার, যা হোক।

সঞ্জু। কি ঢাক্‌লেম।

মধুমা। আমি সব জেনেচি, একন আর আমার কাচে না বোল্‌চো কেন?

সঞ্জু। কি জেনেচো?

মধুমা। তবে শুন্‌বে? বলি, গ্রহণ কল্লে কার দাসী হও।

সঞ্জু। কি বোল্‌চো, বুঝ্‌তে পারিনে।

মধুমা। তাতো পার্‌বেই না। ভাল আমি যা জিজ্ঞেস কোর্‌বো, তার সত্যি উত্তর দেবে?

সঞ্জু। হ্যাঁ।

মধুমা। বল দেকি, রতে আমাদের যিনি রক্ষা কোরেছিলেন, তিনি কেমন লোক? চুপ কোরে রইলে যে?

সঞ্জু। কি বোল্‌বো।

মধুমা। আমার কতার জবাব দ্যাও।

সঞ্জু। তিনি ভাল লোক।

মধুমা। এই তো, বোল্লে না। (স্বগত) অন্য রকমে দেকি যদি বলেন। (প্রকাশে) আমার কাচে নুকুচ্চো কেন? তোমার কি হয়েচে তাই বল।

সঞ্জু। সখি! কি বোল্‌বো, মনের ভাবতো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; কখন বেশ আছি, আহ্লাদ কত্তে ইচ্ছে যাচ্চে; আবার কখন এম্‌নি মন হোচ্চে, যে কিছুই ভাল লাগ্‌চে না; আপ্‌না আপ্‌নি বিরক্ত হচ্চি, এমনতো পূর্ব্বে ছিল না।

মদুমা। তুমি যে রকম বোল্লে, শুনেচি লোকের প্রেমে পড়্‌লে এরকম হয়।

সঞ্জু। কি বল্লে!

গীত।

সই এরে কি প্রেম কয়।
আপনি বুঝিতে নারি অন্তরে যা হয়॥
কখন আনন্দে থাকি পুলকিত মন,
কখন উদয় মনে ভয় অকারণ।
কখন কারণ বিনে মুখে হাসি হয়।
দুনয়নে ক্ষণে বারিধারা বয়॥

মদুমা। ভাল তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে "গ্রহণ করলে দাসী আপনার,, একথা কাকে বোল্‌ছিলে? কেন চুপ কোরে রৈলে যে?

সঞ্জু। আর কি বল্‌বো, আমার কপালে কি আছে তাই ভাব্‌চি। (অবনত মুখে স্থিতি)

মদুমা। তোমার এ বড় অন্যাই, তোমার কি

হয়েচে, বল। ছেলে ব্যালা থেকে যার সঙ্গে খ্যালা কোরে, আর সব কতা কোয়ে আস্‌চো, তার কাচে তোমার কিচু ঢাকা উচিত নয়; তুমি অমন কোচ্চো কেন বল?

সঞ্জু। (হস্ত ধরিয়া) তোমার কাচে আমি কিছুই লুকুইনি, তা ভাই তোমাকে না বোলে কি করি। (স্তব্ধভাবে স্থিতি)।

মধুমা। কৈ বল না, অমন কোরে রৈলে কেন?

সঞ্জু। (কাতর স্বরে) আর কি বোল্‌বো, আমার কপাল বড় মন্দ, বিধাতা আমার ভাগ্যে অনেক ক্লেশ লিখেচেন।

মধুমা। তুমি অমন কোচ্চো কেন, তোমার আর মন্দ কপাল কি কোরে? এমন রাজবংশে জন্মেছ; বাপ মার আদরের মেয়ে; আজ বাদে কাল মনের মতন রাজা দেকে বরণ কোর্‌বে; তা এর চেয়ে আর কি সুক আচে?

সঞ্জু। সখি! ও কতা আর বোলো না; এই স্বয়ম্বরেই আমার কপালে আগুন দিয়েচে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) আমার মত বিপদে কি কেউ পড়ে!

মধুমা। অমন করো কেন, স্থির হয়ে বল না, কি হয়েচে, তুমি আর কি বিপদে পড়্‌লে?

সঞ্জু। সখি! কারো দোষ নেই, বিধাতা কি কোর্‌বেন? এ সকল দোষই আমার, আমি যদি না বেরোতুম, তা হোলে কিচুই হোতো না।

মধুমা। বেরিয়েতো বেশ হয়েচে, দেকে শুনে এলে, তা এত কাতর হোচ্চো কেন? তুমি কি বোল্‌চো কিছুই বোজা যাচ্চে না।

সঞ্জু। আর কি বোল্‌বো! আজ রতে—(নম্র মুখে স্থিতি)।

মধুমা। রতে কি? আমার কাচে বোল্‌তে অমোন কচ্চো কেন?

সঞ্জু। দেখ সখি! তোমার কাচে আমার নজ্জা কি; আর নজ্জা কোরে তোমাকে নুকুলে আর কার কাচে যাব। (ক্ষণকাল পরে) পোড়া মন আমার সর্ব্বনাশ কল্লে, আমি উপস্থিত রাজাদের দেকৃতে গিয়ে এক জন সামান্য লোকে মোহিত হলুম।

মধুমা। কাকে দেকে?

সঞ্জু। সখি! আমার দোষ নেই, কর্ম্মে যে মহৎ সেই মহৎ, তা ভাই আমি নিতান্ত অযোগ্য জনকে মন দিইনি।

মধুমা। অত একত্তে হবে না, একন কে তোমার মনের মোতোন হয়েচে বল।

সঞ্জু। আজ যিনি আমাদের রতে রক্ষে করে-ছিলেন, তাঁর গুণে আমার মন বশ হয়েচে (বিষণ্ণ ভাবে স্থিতি)।

মধুমা। (চিন্তা করিয়া) যতাত্ত অমন সাহসী মহা-পুরুষতো আমি দেখিনে। কি মধুর শ্যামবর্ণ, কেমন

সবল শরীর, তা ভাই এতে অনুরাগ অযোগ্য পাত্রে পোড়েচে বোল্‌বো কেমন কোরে? রাজপুত্রকুলের বীরতা অত্যন্ত প্রিয়, বীরের অযোগ্য তা কিছুতেই নেই। কিন্তু ভাই, সফল হওয়া দায়।

সঞ্জু। তা না হলে সখি, আমার আর কপালকে দুষবো কেন?

মধুমা। এ বিষয়ে মহারাজ বা রাজ্ঞী অমত কোর্‌বেন না; তবে কি না, এ অসম্ভব; স্বয়ম্বর-সভায় নানা দেশ হোতে আগত রাজারাই উপস্থিত হবেন; তা ভিন্ন অন্য কেউতো আস্‌বে না। তাঁর বেশ দেকে বোধ হোলো, যেন এক জন ভ্রমণকারী পথিক, তা তিনি হয়তো এতক্ষণ অন্য স্থানে গেচেন।

সঞ্জু। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস) তিনি আমাকে রতে রক্ষে কোরে ভাল করেন নি, এখন আমাকে কে রাকে, তিনি রক্ষে না কোর্‌লে আমার এ বিপদ ঘোট্‌তো না।

মধুমা। দেক ভবিতব্যের কতা কেউ বোল্‌তে পারে না, কার কপালে কখন্ কি ঘোট্‌বে, তা কেউ বোল্‌তে পারে না, তা নৈরাশ হওয়া নয়, তিনি যদিও রাজা নন, বড় বংশে জন্মেচেন, তার কোন সন্দেহ নেই। কাঁচের খানে হীরের জন্ম হয় না। শেয়ালের পেটে কি সিঙ্গির জন্ম হয়? আর তিনি যকন এ সময় এসেচেন, তখন সয়ম্বর না দেকে যাবেন কেন? মহা-

রাজ যে কাণ্ড কোরেচেন, তা সকলেরি দেক্‌তে ইচ্ছে হয়, একালে রাজস্থূয় যজ্ঞ কে কোরেচে ?

সঞ্জু। ভাই আমার দুদিকেই বিপদ ? তিনি এলেও বিপদ, না এলেও বিপদ।

মধুমা। কেন, দুদিকে বিপদ কেমন কোরে ? তিনি সভায় এলেইতো বরণ কোত্তে পার্‌বে ?

সঞ্জু। তুমিতো ভাই জাননা, তিনি যদি সভা দেক্‌তে আসেন, তা হলে আমি তাঁকে মালা দিলে রাজারা কি চুপকোরে থাক্‌বেন ? রাজ-স্বয়ম্বরে সামান্য ব্যক্তিকে মালা দিলে যে তাঁদের অপমান হবে, তা সে অপমান তাঁরা যুদ্ধ না কোরে কি সবেন ?

মধুমা। সত্যি ভাই, আমি এত ভাবিনি। তা হলে বড় বিপদ ঘট্‌বে।

সঞ্জু। আর তিনি যদি না আসেন, তা হোলে অন্যকেওতো মালা দিতে পার্‌বো না; তাতেও রাজাদের অত্যন্ত অপমান হবে; সুতরাং তাঁরা যুদ্ধ না কোরে ক্ষ্যান্ত হবেন না। এ দেক্‌চি আমার জন্যে আর একটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উপস্থিত হোলো; আমার একন মরণ হলে বাঁচি।

মধুমা। বালাই, অমন কতা কি বোল্‌তে আচে ? কাঁদ্‌লে কি হবে, চলো, চোক পোঁচ।

সঞ্জু। আর আমি না কেঁদে কি কোর্‌বো, এরতো কোন উপায় নেই।

মধুমা। এর উপায় আমরাতো কিছু দেকিনে। দৈব বৈ আর গতি নেই, এখন ভগবান যা করেন! তা ভাই তুমি কেঁদে কি কোর্‌বে।

সঞ্জু। কেঁদে আর কোর্‌বো কি? কিছুই না।

মধুমা। লোকে বলে যত্নেতেই রত্ন লাভ হয়, তা আমাদের যত্ন করার হানি কি?

সঞ্জু। আর যত্ন কি কোরে কোর্‌বো, তাঁকে পেতে কি আমার অযত্ন, না এ বিপদ ঘটনা আমার ইচ্ছে।

মধুমা। আমি বলি, একন আমাদের হাত নেই, দৈব বৈ সিদ্ধি লাভ হবে না। আর দেক, গৌরী দেব পূজা কোরে শিবকে পেয়েছিলেন, তা তুমিও কেন আমাদের বক্রেশ্বর শিবের পূজো কর না, তিনি কৃপা কোল্লে কি না হয়, সব হোতে পারে।

সঞ্জু। সখি! আর কেমন কোরে পূজো কোর্‌বো? তাঁকেতো প্রত্যহই পূজো করি। তিনি আমার ওপর বাম হয়েচেন, না হোলে এ বিপদ ঘোট্‌বে কেন? মেয়ে মানুষের পদে পদে দোষ, তা ককন্ কি অপরাধ কোরেছি, তাই যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হলো।

মধুমা। না আমি তা বলিনে, আমি বলি, তুমি আজ ঘরে বোসে সমস্ত দিন শিবপূজো কর। তার পর বক্রেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে বর চাইবে, এতেতো আর মন্দ কিছুই হবে না।

সঞ্জু। ভাল তাই করি, পণ্ডিতেরা বলেন, শিব-

পূজো ককনো নিষ্ফল হয় না, তা দেকি আমার কপালে কি ফলে?

মধুমা। তবে চারুশীলে আসুক, সব উজ্জুক কত্তে বলি।

চারু। (পাশা হস্তে প্রবেশ করিয়া) এই ন্যাও, পাশা ন্যাও।

মধুমা। তুইতো ভাল লোক দেকি, পাশা আন্‌তে গিয়ে একেবারে যেন ডুবেছিলি, আমি মনে করেছিলুম, পাশা চাপা পড়েচিস।

চারু। তা আমি কি কোর্‌বো, পাশা গুলো কে আবার উত্তুরের ঘরে নেগেচ্‌লো, আমি আন্‌তে গিয়ে মহারাণীর সাম্‌নে পোড়্‌লুম, তা তিনি আবার রাজকুমারীর কতা জিজ্ঞেস কোল্লেন, কাজেই দেরি হলো।

মধুমা। তা তুই মহারাণীকে কি বোল্‌লি।

চারু। আমি বোল্‌লুম যে রাজকুমারী আচেন ভাল, তবে শরীরের কিচু আবল্লি হয়েচে বোলে পাশা নিতে এসেচি, খেলা কোর্‌বেন।

মধুমা। তুই আবার এর মধ্যে সদ্দারি কোরে অসুকের কতা মহারাণীকে বোলে এলি কেন? তিনি শুনে কি বোল্লেন?

চারু। তিনি বোল্লেন, শিগ্‌গির এখানে আস্‌বেন।

মধুমা। তা একন ও পাশা ফেল্, ওতে আর কাজ নেই।

চারু। তবে আর কি কোর্‌বো, রাজকুমারীর অসুক ভাল হয়েচে?

মধুমা। হ্যাঁ ভাল হয়েচে, একন তুই শিবপূজোর উজ্জুগ কর দেকি।

চারু। কেন, একন আবার শিবপূজোর আয়োজনে কি হবে?

মধুমা। রাজকুমারী পূজো কোর্‌বেন, তা শিগ্‌গির উজ্জুগ করগে।

চারু। তা যাই। (প্রস্থান।)

রাজ্ঞী। (রাজ্ঞী প্রবেশ করিয়া) কেমন মা সঞ্জুক্তা, কেমন আচো, চারুশীলে বোল্‌লে যে তোমার অসুক কোরেচে।

সঞ্জু। না মা, এমন কিচু নয়, গাটা একটু মাটি মাটি কোচ্ছিলো।

রাজ্ঞী। তা মা, একন সে ভাবটা গেচে?

মধুমা। আজ্ঞে গেচে, একন রাজকুমারী শিবপূজো কর্‌বেন।

রাজ্ঞী। বেশ মা বেশ, ভাল কোরে শিবপূজো করো, পশুপতিনাথ যেন তোমার উপযুক্ত বর মেলান, আমার বাছা আজ অনেক কাজ, তা আমি একন যাই, তোমার অসুক করেচে শুনে দেক্‌তে এসেছিলুম,

(গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে করিতে) দেক মা, কাল হলো বিয়ে, অনেক রাজা রাজ্‌ড়া এসেচেন, সাবধানে থেকো, যেন অমুক টমুক করে না।

[প্রস্থান।

চারু। (প্রবেশ করিয়া) একন চলো, পূজোর সব তোয়ের হয়েচে।

মধুমা। তবে চলো, আর দেরি কোরে কাজ নেই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক। প্রথমাভিনয়।

বসন্ত। (প্রবেশ করিয়া) কৈ মহারাজতো এখানে আসেন নি, কি আপদ, এই আমাকে বল্লেন, "আমি যাই তুমি এস,, তা আবার কোতা গেলেন, তিনি এখানে আসেন নি জান্‌লে কি আমি আস্‌তুম? যে অন্ধকার, এতে কি এক্‌লা থাকা আমার কম্ম? আর কিছু না, এত দিন যে পোঁদ নাচিয়ে ফাঁকি দিয়ে খেয়েচি, তা এই বারে তার শুদ সুদ্দ দিতে হোলো। প্রথমত ঘুরে ঘুরে শরীরটে অদ্ধেক হয়ে গেল, আবার রাজাটা মাজে মাজে বলে "যুদ্ধ কত্তে পার্‌বেতো,, দেক দেকি লোকে বলে, রাজবুদ্ধি বড় ভাল; অমন ভালর কপালে আগুন। এই যে অকাল কুষ্মাণ্ড বোলে একটা কতা আচে, তা রাজাগুণোকেই খাটে। আমি ব্রাহ্মণ নিজের পেটের দায়েই ব্যস্ত; না আমায় বলে যুদ্ধ কোত্তে। আরে মুক্ষু যুদ্ধুই যদি কত্তে পার্‌বো তা হোলে তোর পোঁদে পোঁদে ঘুরে মোর্‌বো কেন? একন অল্পে অল্পে নিষ্কৃতি পেলে বাঁচি। আর কিচু না, বুড়ো বয়েসে অপঘাত না হলে বাঁচি; যে বনে বাদাড়ে বেড়ান, এতে দেক্‌চি সাপেখোপেই খাবে। দেক দেকি, এত অন্ধকার রাত্তিরে বল্লে কি না, শিবের মন্দিরে চল। তার কি, নাফ্‌ডিগরেরতো মরণ নাই,

মত্তে আমি, তা ভূতেই মারুক বা নতাতেই থাক। ওঃ, ভাল মনে হয়েচে, শুনিচি শিবের নন্দী ভৃঙ্গী বোলে দুটো চেলা আচে। তার একটার আবার মুক বাঁকা, তা এই সময় যদি সেই বাঁদরের মুক বেরকোরে দাঁড়ায়তো কি হবে? (দূরে ধ্বনি ও বসন্ত সখা কম্পিত হইয়া) আঁা,ও কি সর্ব্বনাশ! কি বল্লুম! এবার বুজি নন্দী ভৃঙ্গীই মাল্লে। ও বাবা, আমার অপরাদ হয়েচে: বাবা তোমাদের মুক খুব সোজা, তোমাদের দেকৃতে কাত্তি-কের মত।(অবলোকন করিয়া) আঃ,বাঁচ্লুম, এ নন্দীভৃঙ্গী নয়, ঐ মেয়েমানুষ দুটোর কণ্ঠশব্দ; তা ওরা যে এই দিকেই আস্‌বে বোধ হয়, শিবের পূজো কোর্‌বে, তা এই শিবের পেচনে লুকিয়ে থাকি। (তথাকরণ)

(সঞ্জুক্তা ও মধুমালতীর নৈবেদ্যাদি
হস্তে প্রবেশ।)

মধুমা। এই আসন পেতে দি বোসো।

সঞ্জু। তা দ্যাও (উপবেশন)।

মধুমা। একন এক মনে ধ্যান কোরে মহাদেবের কাচে বর চাও।

সঞ্জু। (ধ্যান করিয়া) পার্ব্বতীনাথ আমাকে

এই বর দ্যান, রতে রক্ষে কোরেছিলেন যিনি, তাঁকে যেন নির্ব্বিঘ্নে পাই।

বসন্ত। (পশ্চাৎ হইতে) তথাস্তু।

(উভয়ে সচকিত ও গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম।)

সঞ্জু। সখি, একি!

মধুমা। এমনতো ককনো দেকিনে, শুনেচি গেহ-লোটবংশের বাপ্পারাওকে ভগবান্ একলিঙ্গ আপনি সাক্ষাৎ হোয়ে বর দিয়েছিলেন; তা সখি! তুমি ধন্য, তোমাকে বজ্রেশ্বর আপনি বর দিলেন।

সঞ্জু। দেবতা প্রসন্ন হয়ে যাকে যা করেন, সে তাই হয়। বজ্রেশ্বরের কৃপায় আমি ধন্য হবো তার আশ্চর্য্য কি?

মধুমা। তবে আর এখানে কেন, চল ঘরে যাই।

সঞ্জু। তা চল, নৈবেদ্য গুলি কি রেকে যাবে?

মধুমা। সকালে পাণ্ডা এসে নেযাবেন, একন এ খিড়কির ভেতোর বল্লেই হয়, হেতা অপর কেউ তো আস্‌তে পায় না।

সঞ্জু। তবে চল, ও সব এখানে থাক।

[প্রস্থান।

বসন্ত। (বাহির হইয়া) ভাল ভাল, এ মন্দ নয়, লোকে কতায় বলে, শুভস্য শীঘ্রং, তা আমার বিলম্বে কি প্রয়োজন! নৈবিদ্যির কতক কতক জলযোগ করা যাক না? (বসিয়া) আচমনটা কিসে করা যায়, জলতো

দেখিনে। তা ভাল, আজ দুদে আচমন করা যাক, জলাভাবে দুদো চলে; চল্‌বে না কেন? এবাজারে দুদে একটু না হয় এক্‌টু জল মিসান আচেই, তা হলেই হলো। এই যে পাতকোর জলে কত কি পড়ে, তাতে কি তার জলত্ব যায়? এরও তেম্‌নি জলত্বের আপত্তি কি? একটু অধিক দুদ পড়েচে বৈতো নয়। (আচমনান্তে আহারারম্ভ) এমন নন্দী ভৃঙ্গী রোজ রোজ আসেতো ভাল হয়; শরীরটে ঘুরে ঘুরে ভেঙ্গে গেচে, তা একটু সুদ্‌রে নি। (পেঁড়া লইয়া) আহা! কি সুন্দর ফল, গাচে হয় না, হাতে ফলে। আঁস নেই, খোসা নেই, বিচি নেই, গালে ফেলো আর গেলো। পেঁড়া, আহা কি মধুর নাম গা পেঁড়া? (বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া ভক্ষণ ও দুগ্ধ লইয়া) আহা! দুগ্ধের যে গুণ, তা কি এক মুকে বলা যায়? এতে ক্ষীর হন, সর হন, ছানা হন, ননী হন, দই হন, কামধেনু বোল্লেই হোলো। আর খাও দুদিনে শরীর কান্তিপুষ্টি হয়ে উঠে। (পান করণ ও তাম্বূল লইয়া) হাঁ, এই যে লোকে বলে, সোনায় সোহাগা; তা সে এই সোহাগা না দিলে যেমন সোনার ময়লা কাটে না, তেম্‌নি পানটি না খেলে আহারের তৃপ্তি হয় না। (চর্ব্বণ) যা হোক, আজ আমার কপাল ভাল। দেকো, লোকে ঘর বাড়ী ছেড়ে কাশী বাস করে, কি না, মোরে শিব হবে; তা আজ আমি জ্যান্তে শিব হলুম। এর চেয়ে

আর কি হবে! আবার শিব হতে না হতে ভোগ যুট্‌লো! (পদশব্দ শুনিয়া সচকিতে) ও বাবা! আবার একি! (নিরীক্ষণ করিয়া) তবে ভাল, এযে মহারাজ আস্‌চেন, জয় হোক।

পৃথ্বী। (প্রবেশ করিয়া) এই যে বসন্ত সখা, কতক্ষণ এসে?

বসন্ত। মহারাজ ব্রাহ্মণটাকে প্রাণ দিতে পাটিয়েছিলেন।

পৃথ্বী। প্রাণ দিতে কি হে?

বসন্ত। এ নিতেই বলুন, আর দিতেই বলুন, দুই হয়।

পৃথ্বী। কেন, কি হয়েচে?

বসন্ত। নন্দী ভৃঙ্গীর হাতে প্রাণটা গেছ্‌লো আর কি।

পৃথ্বী। সে কি হে?

বসন্ত। মহারাজ! আমি যেমন মন্দিরে ঢুকেচি, অম্‌নি দুটো কি ওপর থেকে লাফিয়ে পড়্‌লো, তার একটার আবার মুক এম্‌নি তর। (ভঙ্গীকরণ)

পৃথ্বী। হা হা হা, তুমি যেখানে যাও, সেই খানেই ভূত।

বসন্ত। তার আর অদ্ভুত কি দেক্‌লেন?

পৃথ্বী। ভাল, তার পর তুমি কি কল্লে?

বসন্ত। তা কি আর বল্‌তে হয়? মহারাজ হোলে কি কোত্তেন?

পৃথ্বী। কোর্‌বো আর কি, দেক্‌তুম তারা কি করে।

বসন্ত। মহারাজের তবে মুকেই বড়াই, কাজে কিচু নয়: এত দিনে জান্‌লুম যে আপনার সাহস নেই।

পৃথ্বী। কেন হে, কিসে জান্‌লে।

বসন্ত। কিসে? এদিকে যুদ্ধ্‌ যুদ্ধ্‌ কোরে হ্যাদান, আর দুটো ভূতের কাচে যে যুদ্ধ্‌ ভুলে যান।

পৃথ্বী। তুমি তবে ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ কোরেছো।

বসন্ত। হাঁ, তা আর বল্‌তে, কপাকপ্‌ গপাগপ্‌ যুদ্ধ্‌।

পৃথ্বী। সে আবার কেমন?

বসন্ত। বলি তেমন কিচু না; তবে কি না, আমরা রোগা রোগা লোক, আমাদের যুদ্ধের অম্‌নি শব্দ হয়।

পৃথ্বী। হাঁ, তোমার মত লোকের ঐরূপ শব্দ হয়।

বসন্ত। মহারাজের এত দেরি হোলো কেন?

পৃথ্বী। এই আসি আসি কোরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়্‌লেম, তার পর এখন মনে হলো।

বসন্ত। সত্যি মহারাজ! আজ সকাল থেকেই অন্য-মনস্ক আচেন, কেন বল্‌তে পারেন?

পৃথ্বী। তোমাকেতো সকালেই বলেছি, রথে যে কামিনীটি দেখেছিলেম, তাঁকেই দেখ্‌তে সর্ব্বদা

ইচ্ছা হচ্চে, তাঁর তত্ত্ব জানবার জন্য অনেক যত্ন কল্লেম, কিন্তু কিচুই জানতে পাল্লেম না।

বসন্ত। ভাল মহারাজ! আমি যদি বল্‌তে পারি তো কি দেবেন?

পৃথ্বী। আর যাও, বোকো না, রহস্য কি সব সময়েই ভাল লাগে!

বসন্ত। লাগালেই লাগে, মহারাজ! আমি সত্যি বল্‌চি।

পৃথ্বী। সত্যি কেমন?

বসন্ত। আগে কি দেবেন বলুন?

পৃথ্বী। তার আর কি, তুমি যাতে সন্তুষ্ট হও, তাই দেব।

বসন্ত। সে ভাল, পেট না পূর্‌লেতো আর সন্তুষ্ট হবো না।

পৃথ্বী। ঠৈক বল।

বসন্ত। আর বুঝি দাঁড়াতে পার্‌লেন না, পেটের ছেলে ছিঁড়ে পড়্‌লো।

পৃথ্বী। আহে না, যদি কিছু জান, তবে বল।

বসন্ত। মহারাজ! তবে শুনুন, আপনি যাদের দেকেছিলেন, তারা এই খেনেই থাকে।

পৃথ্বী। এখানে থাকেন কি?

বসন্ত। অর্থাৎ নিকটেই থাকেন।

পৃথ্বী। তুমি কি রূপে জান্‌লে।

বসন্ত। তাঁরা এই মাত্র এই শিবপূজো কোরে গেলেন।

পৃথ্বী। তুমি তাঁদের কথাবার্ত্তা শুন্‌লে।

বসন্ত। হাঁ, শিবপূজো কোরে বর চাইলেন।

পৃথ্বী। কি বর চাইলেন?

বসন্ত। "রতে যিনি রক্ষে করেছিলেন, তাঁকে যেন নির্ব্বিঘ্নে পাই ,, এই বোলে বর চাইলেন।

পৃথ্বী। তুমি যথার্থ বল্‌চো, না মিথ্যে।

বসন্ত। মিথ্যে কেন বল্‌বো, আমি আবার তথাস্তু বোলে বর দিলেম।

পৃথ্বী। বটে, তবে চল, বলাহককে এ বিষয়ের সন্ধানে প্রেরণ করিগে।

[প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক। দ্বিতীয়াভিনয়।

উদ্যানে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বী। রজনী তামসী হওয়াতে আমাদিগের পক্ষে উত্তম হইয়াছে; আমারই বোধ হইতেছে যে এস্থানে জনমানব নাই, অন্য ব্যক্তি কিরূপে জানিবে! একবার দেখি কে কে আছে? (পক্ষিধ্বনি করণ এবং ঐরূপ প্রতিধ্বনি করিয়া গণবীরের প্রবেশ)

গণ। মহারাজ, কি অনুমতি?

পৃথ্বী। কি আশ্চর্য্য! তুমি এত নিকটে ছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই নাই।

গণ। আর্য্য! এই উদ্যান মধ্যে আমরা শতাধিক ব্যক্তি আছি, দেখুন কিছুই জানা যায় না।

পৃথ্বী। দেখ গণবীর! তোমার পিতা বুন্দিপতি ৺লোকপাল মাতামহ ঠাকুরকে যেরূপ সাহায্য করিতেন, তোমরা দুই সহোদর আমাকে ততোধিক সাহায্য করিতেছ, তোমাদিগের গুণে আমি বশ হইয়াছি। তোমার জ্যেষ্ঠ হাম্বীর জয়চন্দ্রের দ্বারা নিমন্ত্রিত হওয়ায় উত্তম হইয়াছে।

গণ। আজ্ঞা হাঁ।

(চন্দ্রের প্রবেশ।)

পৃথ্বী। কবিচক্রবর্ত্তী অবধান! (প্রণাম।)

চন্দ্র। জয়স্তু।

পৃথ্বী। তুমিও এস্থানে আছ।

চন্দ্র। চকোর চন্দ্রের সান্নিধ্য ত্যাগ করে না।

পৃথ্বী। তুমি যে স্বয়ং চন্দ্র।

চন্দ্র। মহারাজ! আমি নামত চন্দ্র, আপনি ফলত চন্দ্র, সুধাংশুর সুধা যেরূপ চকোরের জীবনোপায় স্বরূপ, আপনার বীরযশও অধীনের পক্ষে সেই রূপ।

পৃথ্বী। দেখ দেখি কে আসিতেছে।

গণ। (দেখিয়া) আর্য্য! ইঙ্গিতের প্রতি ইঙ্গিত না দিলে বাণদ্বারা সংহার করা কর্ত্তব্য। (ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি।)

পৃথ্বী। এব্যক্তি কে?

চন্দ্র। কি হেতু নরেন্দ্র নাহি পারেন চিনিতে
প্রাতঃস্মরণীয় এই বীর মহাযশে?
আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল উরস,
শৈলপতি বক্ষঃস্থল হতে স্থিরভাবে

সহে শরাঘাত যাহা সমর তরঙ্গে,
আর যোগিকুলপতি হৃষীকেশ সম,
উন্নত শরীর, তেজঃপুঞ্জ পরিবৃত,
কে ধরে ধরণীতলে বিনা সেই জন ?
দিল্লীর বিপক্ষ-পক্ষপথে লৌহময়,
অভেদ্য কবাট রূপে যে জনার স্থিতি।
করতলে শোভে যাঁর দেবদত্ত অসি
বিনালোকে ঝকঝকে নাশি তমোদলে।
এই সেই পূত বাপ্পারাও-বংশচূড়া
রাজ্যেশ্বর চক্রবর্ত্তী যোগীন্দ্র সমর।
পবন বাহনে যাঁর অপ্রমেয় যশঃ
দেশ দেশান্তরে ভ্রমে শুভ্র বিনির্ম্মল।

পৃথ্বী। যথার্থ! আমি এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই। (অগ্রসর হইয়া) আমি অদ্য সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলাম।

সমর। (প্রবেশ করিয়া) ভ্রাতঃ! তোমার মঙ্গলই আমার কামনার একমাত্র উদ্দেশ্য। দিল্লীশ্বর আমার তপঃব্রতের অর্দ্ধেক ফলভাগী।

পৃথ্বী। ভবদীয় পূত স্নেহের পাত্র হইয়া আমি আপনাকে ধন্য বোধ করি, এবং ঈশ্বরের নিকটে এই

প্রার্থনা করি, যে যাবজ্জীবন আপনকার সদ্গুণাবলির অনুবর্ত্তী হইয়া তবতুল্য যশোভাগী হই।

সমর। তবে সমস্ত কুশল! (আলিঙ্গন)

পৃথ্বী। হাঁ সমস্ত মঙ্গল।

সমর। কবিচক্রবর্ত্তী যে! (প্রণাম।)

চন্দ্র। জয়স্তু।

অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, ফেলি অনাদরে
পল্লব-প্রসুন-কুসুমিত লতাকুলে,
পরে যথা শিরোদেশে তুষার ভূষণ;
সেই রূপ, গজমুক্তা আদি মণিগণে
অবহেলি, পরিয়াছ পদ্মবীজমালা
ও সুছারু কণ্ঠদেশে রাজরাজ আজি।
রাজঋষি নাম দেব সাজে আপনারে!

সমর। চন্দ্র! তোমার কবিতাকৌশলে আমি সকলই হইতে পারি।

পৃথ্বী। এত বিলম্ব কেন হইল?

সমর। আমি পুঞ্জরাজ এবং বুন্দিপতি হাম্বীরের সহিত পরামর্শাদি করিতে গিয়াছিলাম, তাঁহাদিগকে সভাগমন কালে উত্তম উত্তম যোদ্ধদিগকে সমভিব্যাহারে লইতে বলিয়াছি। আর আমার ভ্রাতা সূর্য্য-

মল্লকে জসলমীর পতির ভৃত্যভাব গ্রহণ করিতে পাঠাইয়াছি, এবং অন্যান্য আগত রাজগণের দলেও দুই এক জন লোক পাঠাইয়াছি।

পৃথ্বী। মিবারপতি! আমি আপনকার ঋণ হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারিব না, আপনকার উপকারার্থ আমি প্রাণ দিতেও স্বীকৃত আছি, অধিক কি বলিব।

সমর। ভ্রাতঃ! তোমার নিকটে আমি যে উপকারের আশা করি, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে সাহস করি না। অমরগণ সমুদ্রমন্থন না করিলে সুধালাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, আমিও এই সমর-সাগর মন্থন না করিলে সে উপকার প্রার্থনা করিবার যোগ্য নহি।

পৃথ্বী। আপনি কিসের অযোগ্য? আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, আমা হইতে কি উপকার হইতে পারে, বলুন।

সমর। (হস্ত ধরিয়া) ভ্রাতঃ! দেবদুর্ল্লভ বস্তুতে আমার আশা শোভা পায় না, আমি অযোগ্য।

পৃথ্বী। মহাশয়ের তাপস স্বভাবের এরূপ চাঞ্চল্যের কারণ কি?

সমর। ভ্রাতঃ! তোমার হস্তে আমার জীবন, পৃথা আমার পাষাণ হৃদয় দ্রব করিয়াছেন।

পৃথ্বী। মহাশয়! ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়াই

আপনাকে ভগিনী দান করিয়া চৌহান কুলের মুখোজ্জ্বল করিব।

সমর। ভ্রাতঃ! অদ্য আমাকে অদন্য করিলে! সসাগরা ধরণীর ছত্রও পৃথ্বার নিকট তুচ্ছ! (আলিঙ্গন করিয়া) সগর ও মিবার অদ্যাবধি হস্তিনাপতির অধীন হইল।

পৃথ্বা। আপনকার কৃপাই আমার যথেষ্ঠ, এক্ষণে চলুন।

সমর। হাঁ, অনেক মন্ত্রণাদি করিতে হইবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক।

সঞ্জুক্তা শয়নগৃহে মধুমালতীর সহিত শয়ানা।

পৃথ্বী (বাতায়ন দিয়া প্রবেশ করত) এক্ষণে চির-শত্রু জয়চন্দ্রকে করবার-তলে পাইয়াছি, নাশ করিলেই করিতে পারি, অতএব কি করা কর্ত্তব্য; এরূপে বিপক্ষ নিপাত বীরপুরুষের কার্য্য নহে। এমত অবস্থায় ইহাকে বালকেও মারিতে পারে, ইহাতে পুরুষার্থ কি? (চিন্তা করিয়া) লোকে কথায় বলে, ছলে বলে কৌশলে যে প্রকারে হয়, শত্রু বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা আমার আর বৈরী নাই, অতএব ইহাকে মারায় আমার অপরাধ নাই। (ঊর্দ্ধদৃষ্টে হে পরমাত্মন্! এরূপে বৈর-নির্য্যাতনে যদি পাতক থাকে, তাহা মার্জ্জনা করিবেন। (অসিনিষ্কাশন ও দর্শনান্তে পাঠ) "নূনমবদ্ধঃ হত বিক্রমোদামঃ" কি আশ্চর্য্য! আমা হইতে এক জন সামান্য অসিকারও জ্ঞানী, বিক্রম ক্রিয়াহীন ব্যক্তির বধাযোগ্যতা সে জানিত, কিন্তু আমি মারিতে উদ্যত হইয়াছিলাম! না কখনই হইবে না। এক কলস দুগ্ধকে বিন্দু মাত্র গোমূত্রে যে রূপ অপবিত্র করে, সেই

রূপ এই একটি কর্ম্মেতে কি আমার বহু শ্রমার্জ্জিত বীরযশঃ নষ্ট করিব? এত সমর জয় ও শত্রুবিনাশ করিয়া কি পৃথ্বীরাজ এই কাপুরুষের কর্ম্ম করিবে? না ইহা আমার কর্ম্ম নহে। (প্রস্থান ও কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ প্রবেশ) সেনাপতি যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থ; জয়-চন্দ্র যখন স্বরাজ্যে ও স্বায়ত্তে আমার অপমান করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার গৃহে তাঁহার প্রাণনাশ করিব, এ কোন বিচিত্র! ইহাতে অন্যায় কিছুই হয় না, এঁকে নষ্ট করায় আমার পাতক নাই। (পর্য্যঙ্ক নিকটে যাইয়া) যাহা হউক, আমরা উভয়েই পূজনীয় ৺ দিল্লীশ্বরের দৌহিত্র, আর জয়চন্দ্রও অনেক সংগ্রাম জয় করিয়াছেন, ইঁহাকে সুপ্তাবস্থায় নষ্ট করা বিধেয় নহে. ইঁহার সম্মুখ যুদ্ধে বীরের ন্যায় মরণই যোগ্য। আর আমারও তাহাতে গৌরব আছে, অতএব ইহাকে অগ্রে জাগ্রত করি, তৎপরে নষ্ট করিব। (বস্ত্রোত্তোলন ও সচকিতে হস্ত হইতে অসি-স্খলন) একি—

মধুমা। (উঠিয়া) ও কিও তুমি কে, এত রাত্তিরে রাজকন্যের ঘরে কেন? তুমি ওখান থেকে যাও, নইলে আমি চ্যাচাবো।

পৃথ্বী। (অসি-উত্তোলন করিয়া পশ্চাদ্গমন) তোমরা ভয় করিও না।

মধুমা। ভয় করবোনা তো কি? তুমি একন কি কোরে রাজকন্যের ঘরে এলে? আর তোমার হাতে

অস্ত্রই বা কেন? তুমি চোর, তোমার মন্দ অভিপ্রায় না থাকলে এবেশে কেন এসেচে?

পৃথ্বী। হাঁ তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যোগ্য; আমাকে চোর ভিন্ন এ অবস্থায় কিছুই বলা যায় না, কিন্তু আমি চোর নহি।

মধুমা। তবে তুমি কে?

পৃথ্বী। আমাকে তোমরা এক্ষণে চিনিতেছ না; কিন্তু আমি তোমাদিগকে চিনিয়াছি।

মধুমা। তুমি কে, কোথায় থাক, কিছুই জানিনে, আর তোমাকে কখন দেখিনি, তা তোমাকে চিনবো কি কোরে? আমরা ঘরথেকে বেরুইনে, আমাদেরই বা তুমি চিন্‌লে কি কোরে?

পৃথ্বী। (আবরণোন্মোচন করিয়া) এক্ষণে দেখ, চিনিতে পার কি না?

মধুমা। (সংযুক্তার প্রতি ধীরে ধীরে) সখি! এই নাও যাঁকে চাও, তিনিই উপস্থিত। (প্রকাশে) হাঁ মশাই! এক্ষণে আমরা আপনাকে চিনিচি; তা মশাই রাজ-কন্যের নিকট অস্ত্র নিয়ে কি কোচ্ছিলেন? রাজকন্যেকে কি মারতে এসেচেন?

পৃথ্বী। আমি মন্দ অভিপ্রায়ে এ স্থানে আসি নাই; রাজকন্যা না চিনিয়া মুখ দেখাইয়াছিলেন এবং কথাও কহিয়াছিলেন, এখন চিনিয়াও মুখ ঢাকিলেন, ও কথাও কহিলেন না। ভাল, আমার তাহাতে দুঃখ নাই, আমি

জানিতাম, যে উপকারীর উপকার করাই মহতের ধর্ম্ম; কিন্তু তাহার বিপরীত দেখিতেছি।

সঞ্জু। (সখীর প্রতি) সখি! ওঁকে এস্থান হইতে যাইতে বল, আমরা কুলকামিনী, পুরুষ হইয়া উহাঁর এস্থানে আসাই অনুচিত।

মধুমা। মশাই! সখী কি বল্লেন তাতো শুন্‌লেন।

পৃথ্বী। হাঁ শুনিলাম, আমি তোমার সখীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু উনি তাহার প্রত্যুপকার কিছুই করিলেন না।

মধুমা। সত্যি সখি! যিনি তোমাকে বাঁচালেন, তার যার জন্য এত কাতর হয়েছিলে, তাঁকে নিকটে পেয়েও দূর দূর কোরে তাড়ালে কেন? এই ব্যালা কেন বরণ কোরে রাখ না।

সঞ্জু। সখি! তোমার বোধ নেই, আমি যেমন বংশে জন্মেছি, তেমনি কর্ম্ম না কল্লে লোকে আমাকে দুষবে; অনুরাগ হলেই কি হয়? আমি গোপনে বরণ করলে আমার কি আর মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে, না সেটা সৎকার্য্য হবে? গোপনে বরণ করাতে আর কুলটা হওয়াতে সমান। রাজপুত্রকুলের নিয়মবহিভূর্ত কাজ কি প্রকারে করবো?

মধুমা। মশাই শুন্‌লেন তো, রাজকন্যে যা বল্লেন।

সঞ্জু। মহাশয়, কন্য স্বয়ম্বর-সভায় দেখিবেন, এবং দাসীর আচরণে অদ্যকার কুব্যবহার বিস্মৃত হইবেন।

পৃথ্বী। আমি চলিলাম, এই হয়তো তোমার সহিত শেষ দর্শন হইল; বিধাতা করেনতো একজন তোমার সেবা করিবে।

সঞ্জু। আর্য্যপুত্র, শ্রবণ করুন শ্রবণ করুন, এরূপ কর্কশবাক্য কেন বলিলেন?

পৃথ্বী। (স্বগত) আর্য্যপুত্র শব্দতো স্ত্রীলোকেরা স্বামীতেই ব্যবহার করে। এই সম্বোধন শ্রবণে আমার অন্তর দ্রব হইতেছে, এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে আমাকে নিরস্ত করিতেছে না। তাহা কখনই হইবে না, প্রতিজ্ঞা হেলন করিব না।

সঞ্জু। আপনি যে নম্রমুখে রহিলেন? এক্ষণে আমার প্রশ্নের বিষয়ে আপনি অবহেলা কেন করেন?

পৃথ্বী। না অবহেলা করি নাই, তোমাকে কি উত্তর দিব, কন্য স্বয়ম্বর স্থলে আমার উপস্থিতি লইয়া যে কি হইবে, তাহা তুমি জান না। আমি এই বেশেই উপস্থিত থাকিব; কিন্তু জীয়ন্তে তোমার সাক্ষাৎ পাইব কি না, তাহা বিধাতাই জানেন। রাজপুত্র-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অবমাননাকে সহিবে? হা বিধাতঃ! জয়চন্দ্রের কন্যার প্রতি আমার অনুরাগ ঘটনা যোগ্য হয় নাই; এত বিরাগ সত্ত্বে কি আমাদিগের অনুরাগ ফলবান

হইতে পারে? সুন্দরি! স্বয়ম্বর-সভা কল্য আমাকেই জীবন শূন্য দেখুন, বা তোমার পিতাকে—

সঞ্জু। (চমকিত হইয়া) পরমেশ্বর আমার পরিণত দেহ পিতাকে রক্ষা করুন! আর্য্যপুত্র এরূপ কথা কি নিমিত্ত কহিতেছেন। আমার পিতার আপনার সহিত বিরোধের কি সম্ভাবনা? তিনি আর্য্যপুত্রকে যেরূপ স্নেহ করিবার সম্ভাবনা এরূপ কাহাকেও নহে। তিনি বীরত্বের সর্ব্বদা প্রশংসা করেন, তাঁহার তুল্য বীরপ্রিয় ব্যক্তি সংসারে আর নাই, তা আপনার তুল্য সাহস কার আছে? বাল্যাবস্থায় আমি তাঁহার উজ্জ্বল অসিপার্শ্বে ক্রীড়া করিতাম, তাহাতে তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, সঞ্জুক্তা বীরপত্নী হইবে। আর এখনো তাঁহাকে সেবায় তুষ্ট করিলে বলেন "তুমি সত্বরে বীর বরণ করিবে।" অতএব আপনাকে তিনি অধিক স্নেহ করিবেন, তিনি আপনকার সাহসের কথা শ্রবণ করিলেই আপনাকে সমাদরে সদলে গ্রহণ করিবেন, এবং আপনকার ভুজবলে পিতার পরম শত্রু দুষ্ট পৃথ্বীরাজও পরাস্ত হইবে।

পৃথ্বী। পৃথ্বীরাজ দুষ্ট কে বলিল?

সঞ্জু। কেন, পিতাঠাকুর সর্ব্বদাই বলেন, আমি তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি।

পৃথ্বী। (চাঞ্চল্যের সহিত) দিল্লীশ্বরের নিন্দা

পৃথ্বী। ইনিই কি রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা সঞ্জুক্তা, ইনিই কি রাজসূয়-যজ্ঞ-সভায় স্বয়ম্বরা হইবেন ?

মধুমা। আজ্ঞা হাঁ, এঁরি নাম সঞ্জুক্তা, মহারাজ জয়চন্দ্রের কন্যে।

পৃথ্বী। আহা! যে বিধাতা পদ্মের মৃণালে কণ্টক দিয়াছেন, ইহাও তাঁহার ঘটনা।

মধুমা। মশাই যে এমন কথা বল্লেন? মহা-রাজ জয়চন্দ্র কি যোগ্য লোক নন, তাঁহার সমান রাজা কে আছে? এই দেখুন যে যজ্ঞ কোচ্চেন, তা এমন কে কত্তে পারে?

পৃথ্বী। না তা নয়।

সঞ্জু। মহাশয়! আপনি কোপ করিবেন না, আমার অবস্থা ক্রমে আমি আপনাকে এরূপ মন্দ ব্যবহার করিতেছি, আপনি অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনি মহাজন, আপনিই বলুন, যে এস্থানে আসা কি উচিত হইয়াছে?

পৃথ্বী। আমি তোমার ব্যবহারে কি কোপ করিব? গ্রীষ্মতাপে পরিতপ্ত মহী যেরূপ বর্ষার প্রথম বর্ষণে শীতল হয়, আমিও সেই প্রকার তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইলাম। আর আমার এস্থানে আসা যে উচিত হয় নাই, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি।

সঞ্জু। যাহা হউক, আপনি এস্থানে আর থাকিবেন

না, বিপদ ঘটিবে। প্রিয়জনকে লোকে নিকটে রাখিতে বাঞ্ছা করে, কিন্তু নিকটে বিপদ বেষ্টিত দেখা অপেক্ষা দূরে নিরাপদে আছে জানা ভাল।

পৃথ্বী। বিপদ! মৃগাক্ষি! ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে বিপদতো আমার সমবয়স্ক সঙ্গীর স্বরূপ হইয়াছে; রণ-ইঙ্গিত ও যুদ্ধে নিনাদি প্রকাশক শব্দ যাহার নিয়তই কর্ণগত হয়, এবং যাহাকে বিপক্ষ সন্নিধানে নিষ্কাশিত অসি হস্তেই নিদ্রা যাইতে হয়, তাহার আবার বিপদ কি ?

সঞ্জু। চারি দিকে প্রহরীরা আছে, কোন রূপে জানিলেই প্রমাদ ঘটিবে, আপনকার হৃদয়ে কি ভয় নাই ?

পৃথ্বী। ভয়ের কথা আমার নিকট কহিও না, ভয় যে কি বস্তু তাহা অদ্যাবধি এজন অবগত নহে। যদি এই ধরাতলে এ অধীনের ভয় করিবার কিছু থাকে, তবে তাহা তুমি। কিন্তু সূর্য্যদেব যদি পশ্চিমে উদয় হয়েন, এ ব্রহ্মাণ্ড যদি জলমগ্ন হয়, তথাপি আমাকে প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ করিতে পারে না। তোমার কটাক্ষ বাণই আমাকে প্রতিহত করিতেছে।

সঞ্জু। মহাশয়, আপনি এক্ষণে প্রস্থান করুন, আর বিলম্ব করিবেন না।

পৃথ্বী। হাঁ প্রস্থান করি; কিন্তু এই আক্ষেপ রহিল, যে তোমার অনাবৃত মুখকমল দেখিতে পাইলাম না।

তোমার পিতা সর্ব্বদাই করেন, আমি তাঁহাকে সম্মুখে পাইলে ইহার উপযুক্ত উত্তর দি।

সঞ্জু। আর্য্যপুত্র! দিল্লীশ্বরের নিন্দাবাক্যে আপনি এত কুপিত হইতেছেন কেন? পিতাতো আপনার কিছুই করেন নাই।

পৃথ্বী। সুন্দরি! ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বিধাতা আমাদিগকে প্রণয়-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ভাল করেন নাই; শতদ্রুনদীর জাহ্নবী প্রাপ্তীচ্ছা যেরূপ অসম্ভব, তোমাকে লাভেচ্ছাও আমার পক্ষে সেইরূপ; আমাদি-গের মধ্যে অনেক ভেদ আছে।

সঞ্জু। আপনি এত ভেদ কি দেখিলেন? আর এত উগ্রভাবাপন্ন কেন হইতেছেন?

পৃথ্বী। দেখ, তোমার নিকট গোপন কি করিব, তোমার পিতা আমার পরম বৈরী, তাঁহার আমার প্রতি জাতক্রোধ, তিনি আমার নিন্দা সর্ব্বদাই করেন, আর নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ দেন, তাঁহাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি। অধিক কি বলিব, আমার সহিত তাঁহার এত আন্তরিক ভেদ, যে আমি অদ্য এই বেশে তাঁহাকে নষ্ট করিবার মানসে এস্থানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু কপালক্রমে বাজকুলায়ে কোকিলা পাইয়াছি। আমার প্রতি জয়চন্দ্র কখনই সদ্ব্যবহার করিবেন না, আমিও প্রাণান্তে অপমান সহ্য করিতে পারিব না। স্বয়ম্বরস্থলে আমিই হউক, বা জয়চন্দ্রই হউক, একজন

মহানিদ্রাগত হইব, তাহার সন্দেহ নাই; এক্ষণে তুমি সকল জানিলে; বরণের ইচ্ছা আর আছে?

সঞ্জু। (করযোড়ে) আর্য্যপুত্র! যখন অন্তরে বরণ করিয়াছি, তখন বরণের কি বাকী আছে? বাহ্যিক বরণ করিব তা কি আশ্চর্য্য! মন একবার দিলেতো আর লওয়া যায় না। কিন্তু আপনাকে আমার এই অনুরোধ রাখিতে হইবে, যে পিতা আপনাকে কিছু না বলিলে আপনি তাঁহার সহিত কলহ করিবেন না। তাঁহার আপনার প্রতি যে কিছু বৈরভাব আছে, তদপেক্ষা আমার প্রতি স্নেহ অধিক।

পৃথ্বী। তুমি জান না, যে জয়চন্দ্র তোমাকে ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু আমার সহিত মিত্রভাব করিতে পারেন না।

সঞ্জু। সে কি! আপনি কে তবে বলুন।

পৃথ্বী। আমি এই অঙ্গুরী দিতেছি, নির্জ্জনে দেখিও, আমার তাবৎ বিবরণ জানিবে, এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম।

[প্রস্থান।

সঞ্জু। সখি! যাঁর নিমিত্ত আমি এত কাতর হয়েছিলাম, তাঁকে নিকটে পেয়েও কিছু বল্‌তে পার্‌লাম না। তাঁর কথা শুনেই আমার হৃদয় ভয়ে কাঁপ্‌চে, তাঁর ভাবতো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

দিল্লীশ্বরের নিন্দা শুনে তিনি এত কুপিত কেন হলেন? বোধ করি দিল্লীশ্বরের দলস্থ হবেন, নচেৎ তাঁর এত কোপ কেন হবে?

মধুমা। তিনি কে? তার এতো ভাব্‌চো কি? অঙ্গুরীটি দেখ না, এখনি জান্‌তে পারবে।

সঞ্জু। না ভাই! তিনি নির্জনে দেখ্‌তে বোলেচেন, আমি একন দেখ্‌বো কি কোরে।

মধুমা। আমিতো আর জনের মধ্যে নই, তা এর চেয়ে নির্জন কোতা পাবে?

সঞ্জু। দেখ সখি! তুমি ছেলে মানুষ বোলেই তিনি নির্জনে দেখ্‌তে বলেচেন।

মধুমা। তা তো বোলেচেন, তবে আমি বল্‌চি, যে তিনি আমাকে সামান্য দাসী বিবেচনা কোরেই বোলেচেন; তিনি যদি জান্‌তেন যে তোমার আমার কাচে অব্যক্ত কিছুই নেই, তা হোলে তিনি ও কতা বল্‌তেন না।

সঞ্জু। এ যা বল্‌চো, তা যুক্তিমত বটে, তবে অঙ্গুরীটি দেখা যাক। (পাঠ) সখি! একি! এ যে বড় অসম্ভব! বুঝি আমি ভুলেছি পড়্‌তে।

মধুমা। অমন কোরে চম্‌কে উট্‌লে যে? কি লেখা রয়েচে দেখি। (লইয়া পাঠ) দিল্লী ও আজমিরাধিপতি পৃথ্বীরাজ। (সচকিতে) সখি একি!

সঞ্জু। আর কি, আমার কপালে আগুন লেগেছে।

মধুমা। কেন সখি! পৃথ্বীরাজ এত বড় রাজা, তাঁকে

পেয়েও আবার কপালে আগুন কেন? সামান্য লোক যাঁকে মনে করেছিলে তিনি রাজপুত্রকুলের চূড়ো, তা এর চেয়ে আর মেয়ে মানুষের কপালে কি ভাল হোয়ে থাকে?

সঞ্জু। সখি! আমার কপালে যে দুঃখ আছে তা তুমি জান না; হা বিধাতা! পিতা কি আমাকে এই নিমিত্ত এত স্নেহে পালন করিয়াছিলেন? হা মা এই রাক্ষসীর জন্যে কি তুমি বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করবে? মা তোমার অগ্নিগমন কি আমি দেখ্‌তে পারি? (রোদন) মা গো ও মা! আমি যে তোমায় বড় ভাল বাসি। (রোদন)।

মধুমা। সখি ও কি, তুমি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে কেন? ও সব কি কতা, কি হয়েছে বল দেখি, আমিতো কিছু বুজ্‌তে পাচ্চিনে।

সঞ্জু। আর হবে কি, আমার মাতা হয়েছে; বাবা আমায় ত্যাগ কত্তে পারেন, কিন্তু দিল্লীশ্বরের সহিত প্রণয় কত্তে পারেন না এ কথা যথার্থ, তিনি আজমির-পতির নামে জ্বোলে ওটেন, তিনি কি এ বিবাহে যুদ্ধ ব্যতিরেকে মত দেবেন? হে মহাদেব! তোমার পূজো কোরে কি আমার এই ঘট্‌লো? আমি কি পিতৃবধের কারণ হলেম? হা পরমেশ্বর! (রোদন)।

মধুমা। বালাই, তুমি ও কি বোল্‌চো? মহারাজকে

কে কি কত্তে পারে? শত্রুর মরণ হোক, তুমি চুপ কর, অমন কতা বল্তে নেই।

সঞ্জু। সখি! তুমি জান না, বাবা বড় মানী, তিনি মান দিতে কখনই পার্‌বেন না। আহা! তাঁর কি আর যুদ্ধের বয়েস আছে? তিনি কেমন কোরে রক্ষে পাবেন? তিনিতো যুদ্ধে নিবৃত্ত হবেন না, কোথা রাজস্থূয় যজ্ঞ কোরে চক্রবর্ত্তী হবেন, না কি ঘট্‌লো; তিনি কি দিল্লীশ্বরের নববলের তুল্য যোদ্ধা? (রোদন) বাবা এ কাল সাপিনীকে কেন জন্ম দিয়েছিলেন? হা বিধাতা! যদি এ সকল জান, তবে শৈশবে আমার মৃত্যু কেন কর নাই?

মধুমা। তুমি কি কর! দিল্লীশ্বর দিল্লীশ্বর যে কোচ্চো, তা দিল্লীশ্বর মহারাজের কি কর্‌বে! মহারাজতো আর পতে পোড়ে নেই যে দিল্লীশ্বর মার্‌বে; হাজার হাজার সেনার মাজখানে মহারাজ থাকেন, দিল্লীশ্বর এলে কি আর আস্ত থাক্‌বেন?

সঞ্জু। কি বল্‌লে, দিল্লীশ্বর গেলে আমি থেকে কি কোর্‌বো? (রোদন) ওঃ, আমার কি মন্দ কপাল! আমার দুই দিকেই বিপদ, আমি কি বিয়ের পূর্ব্বে বিধবা হব, এর চেয়ে যে আমার মরণ ভাল! (রোদন)।

মধুমা। দেখ সখি! তুমি কাতর হোলে কিছুই হবে না, এখন যা হবার তা হয়েচে, স্থির হয়ে উপায় চেষ্টা করা উচিত, ব্যাকুল হোলে কি হবে?

সঞ্জু। সখি! এর কি আর উপায় আছে? আমি না

কেঁদে কি করবো, বিধাতা যে আমাকে কাঁদিয়েছেন! এ বিপদ থেকে কি আর উদ্ধারের পথ আছে? আমি কি করি, আমার মরণ হোলেই ভাল হয়। আমি আত্ম-ঘাতিনী হোতেও সাহসী নই, আমি কি পাপীয়সী! আমি পিতৃবধের কারণ হয়ে নিজ প্রাণের জন্যে ভীত হচ্চি। আহা! মা! আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি, মা মাগো ও মা। (মূর্চ্ছা)

যবনিকা পতন।

ষষ্ঠাঙ্ক।

শিবালয়ে সমরসিংহ উপবিষ্ট।

সমর। (স্বগত) মহম্মদীয়গণ হিন্দুরাজ-কুলক্ষয় করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে, এ সময় আত্ম-বিচ্ছেদ না করিয়া আপনাদিগের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীত সংস্থাপন করাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। রাজপুত্র-কুলজ রাজগণের বীরতার অভাব নাই, কিন্তু পাঠানগণও ভীরুস্বভাব নহে, তাহাদের লোকবল অধিক; আর তাহাদিগের যুদ্ধপ্রবৃত্তি ধর্ম্মানুরাগ-মূলক হওয়াতে রণস্থলে তাহাদিগকে বিমুখ করা দুষ্কর। গজনীর বর্ত্তমান রাজা মামুদ বুদ্ধিজীবী, রাজপুত্র-রাজগণ সম্মিলিত না থাকিলে উত্তরকালে ভারতবর্ষ মহম্মদীয়-দিগের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। আর যদিও কনোজ-পতি, দিল্লীপতি প্রভৃতি নিজ নিজ বলেই মহম্মদীয়-দিগকে পরাস্ত করিয়াছেন, তথাপি আত্মবিচ্ছেদ করা বিধেয় নহে। যে রাবণের ভুজবলে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক পরাজিত হইয়াছিল, তাহার নিধনের কারণ আত্মবিচ্ছেদ। সঞ্জুক্তাকে সহজে হরণ করা

যাইবে না; ইহাতে একটি বিষম যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষত্রকুল প্রায় লোপ পাইয়াছিল, এ যুদ্ধেও রাজপুত্র-কুলধ্বংস হইবার সম্ভাবনা। জয়চন্দ্র পাঠান-সেনা রাখিয়াছেন, কিন্তু এই পাঠান-সেনারাই যে তাঁহার রাজ্য নষ্ট করিবে, তাহা বুঝিতেছেন না। আমি এ আত্মবিরোধ দূর করিবার জন্য এত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। জয়চন্দ্র আমার অবমাননা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি ইহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। দিল্লীশ্বর তৎকৃত অপমান সহনে সম্মত নহেন; আমি পূর্ব্বাবধি এত বলিতেছি, তথাপি তিনি সঞ্জুক্তা হরণে নিবৃত্ত হইতেছেন না। আমি কি করি, পৃথার লোভে আমিও নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। আমি দিল্লীশ্বরের পক্ষ না হইলে পৃথা আমার কি প্রকারে হইবে।

পৃথ্বী। (প্রবেশ করিয়া) আপনি কি ভাবিতেছেন?

সমর। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ দশা ভাবিতেছি।

পৃথ্বী। ভবিষ্যৎ দশার চিন্তা এখন কেন পড়িল?

সমর। ভ্রাতঃ! আমি তোমাকে এবিষয়ে নিবৃত্ত হইতে কেন নিষেধ করিতেছি, তুমি বুঝিতেছ না।

পৃথ্বী। কেন?

সমর। এই আত্মবিরোধই ভারতবর্ষ যবন হস্তগত হইবার মূল হইবে।

পৃথ্বী। তাহা হইলে কি করিব, অপমান সহ্য কি রূপে করি?

সমর। এ অপমান সহ্য করিলে যদি ভারতবর্ষ-রক্ষা হয়, তাহা হইলে গৌরব আছে; ইহাতে অপযশের বিষয় কি?

পৃথ্বী। আপনার যত অসম্ভব কথা! বৈরকৃত অপ-মান কে কোথা সহ্য করে? আপনার দেখিতেছি, আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার মত নাই।

সমর। ভ্রাতঃ! তুমি বুঝিতেছ না; আমি তোমার নিমিত্ত সকলই করিতে পারি; তবে হিতাহিতের জন্য বলিতেছি।

পৃথ্বী। এক্ষণে ও সকল কথা থাকুক, কি করা কর্ত্তব্য বলুন।

সমর। কেন কি হইয়াছে?

পৃথ্বী। আমাদিগের ষড়্‌যন্ত্র সমস্ত ব্যর্থ হইল।

সমর। সে কি?

পৃথ্বী। জয়চন্দ্রের কন্যা আমাকে দেখিয়াছেন ও আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী পাইয়াছেন।

সমর। তিনি তোমায় কিরূপে দেখিলেন, এবং অঙ্গুরীই বা কিরূপে পাইলেন?

পৃথ্বী। আমি জয়চন্দ্র বোধে তাঁহার কন্যাকে মারিবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম, আবরণ খুলিতেই

রাজকন্যা উঠিয়া বসিলেন; এবং দেখিলাম, আমি যাঁহাকে রথে দেখিয়াছিলাম, তিনিই সঞ্জুক্তা।

সমর। তাহার পরে কি হইল ?

পৃথ্বী। তিনি আমি কে, ইহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলে আমি তাঁহাকে অঙ্গুরী দিলাম ?

সমর। তিনি ভয় না পাইয়া জানিতে ব্যগ্র হইলেন কেন ? তাঁহার কি তোমার প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছে ?

পৃথ্বী। হাঁ, তিনি কল্য আমাকে স্বয়ম্বর-সভায় বরণ করিবেন বলিয়াছেন।

সমর। সে স্থানে আর কেহ ছিল ?

পৃথ্বী। এক জন দাসী সেই গৃহে ছিল।

সমর। তবেইতো বিপদ! যখন তোমার প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছে, তখন সঞ্জুক্তা কখনই ব্যক্ত করিবেন না, কিন্তু দাসী কেন ঢাকিবে ? দাসী কি অঙ্গুরী দেখিয়াছে ?

পৃথ্বী। না, আমি তাহা সঞ্জুক্তাকে নির্জ্জনে দেখিতে বলিয়াছি।

সমর। তবে চিন্তা নাই ; স্ত্রীলোকেরা প্রণয়াস্পদকে বিপদগ্রস্ত করিতে কখনই সম্মত হয় না, সঞ্জুক্তা একথা প্রকাশ করিবেন না। যাহা হউক, কর্ম্মটা ভাল হয় নাই ; এই বেলা সকলকে ডাকিয়া ব্যবস্থা করা যাক। (ধ্বনি করণ)।

গণ। (প্রবেশ করিয়া সপ্রণামে) দিল্লীশ্বরের কি আজ্ঞা।

পৃথ্বী। কেমন গণবীরসিংহ! জয়চন্দ্রের শয়ন-গৃহের সন্ধান পাইলে?

গণ। হাঁ, তাহা পাইয়াছি; কিন্তু আপনার আর যাওয়া হয় না।

পৃথ্বী। কেন, রাত্রি প্রভাতের বিলম্ব আছে, এখন যাইলেওতো কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে।

গণ। এ সময়ে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে, আমরা অন্তর হইতে দেখিলাম, রাজবাটীতে ইহার মধ্যে অনেকে জাগ্রত হইয়াছে। বাতায়ন দিয়া লোকের গৃহান্তর গমনাগমন দেখা যাইতেছে।

পৃথ্বী। তবে কি করা যায়, কিছুই তো হইল না। ইহার মধ্যে সকলে জাগ্রত হইল কেন? বোধ করি, প্রকাশ পাইয়াছে।

গণ। প্রকাশের সম্ভাবনা কি?

সমর। উনি যে সকল খুলিয়াছেন?

গণ। সে কি, আমিতো কিছুই বুঝিতেছি না।

পৃথ্বী। মিবারপতি যথার্থই বলিয়াছেন, আমি নিতান্ত অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছি। আমাকে সঞ্জুক্তা স্বয়ং দেখিয়াছেন, এবং আমি তাঁহাকে নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দিয়াছি।

গণ। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?

পৃথ্বী। এত দূর আসিয়া কি কাপুরুষের ন্যায় অবমাননা মস্তকে করিব? তাহা হইবে না, প্রাণ যায় সেও ভাল।

গণ। তাহার সন্দেহ কি? এখন নিবৃত্ত হইয়া প্রস্থান করিলে অপযশ হইবে।

পৃথ্বী। এখন প্রস্থান করিলে দুর্নামের আর সীমা থাকিবে না, স্বদেশে মুখ দেখাইব কি প্রকারে? লোকের মান গেলে জীবনে কি ফল?

সমর। অনর্থ বাক্যব্যয় করিলে কি হইবে? প্রকাশ পাইয়াছে কি না, তাহার স্থিরতা নাই। এক জনকে সন্ধান লইতে বল, যে জয়চন্দ্রের সেনারা কি ভাবে আছে; সজ্জীভূত হইতেছে কি না, যদি সজ্জীভূত না হয়, তবে প্রকাশ হয় নাই।

গণ। তবে আবীরচন্দ্রকে ডাকি। (ধ্বনি করণ)

আবীর। (প্রবেশ করিয়া সপ্রণামে) ভৃত্যকে কি আজ্ঞা হয়?

সমর। তুমি সত্বরে কনোজরাজের সৈন্যাদি কি ভাবে আছে, তথ্য লহ।

পৃথ্বী। দেখ, সত্বর হইও, বিলম্ব না হয়।

আবীর। যে আজ্ঞা, সংবাদ এখনি আনিতেছি।

সমর। প্রকাশ পাইলেও আমরা নিবৃত্ত হইতে পারি না; অতএব আমাদিগের সৈন্যাদি প্রস্তুত থাকে যেন, জয়চন্দ্র এ বিষয় জ্ঞাত হইলে সতর্ক হইবেন; এবং

যাহাতে আমরা অনিষ্টসাধন না করিতে পারি, তাহা-রই চেষ্টা করিবেন। তা করিলেনই বা, আমরা নৈরাশই হইব, কিন্তু বীরমণ্ডলী মধ্যে ঘৃণাস্পদ হইব না।

পৃথ্বী। নিতান্ত হীনের মত অপমান সহনাপেক্ষা অসমান যুদ্ধে জীবন দেওয়াও ভাল। আর অসমানই বা কি? সুবর্ণ সূর্য্যধ্বজ দিল্লীরধ্বজ পার্শ্ববর্ত্তী হইলে বিরোধের ভয় কাহারই করি না?

গণ। যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন, জীবন চিরকাল থাকে না, কিন্তু যশ অনন্তকাল স্থায়ী; অতএব নলিনী দলগত জলবৎ চঞ্চল জীবনের জন্য যে ব্যক্তি অপ-যশের কর্ম্ম করে, সে অতি মূর্খ।

সমর। তাহার সন্দেহ কি? যে জীবনের জন্য দুর্নাম লইবে, তাহা কখন প্রস্থান করিবে, কেহই জানে না, মুহূর্ত্ত মাত্রেই যাইতে পারে। তথাপি জিজীবিষার এরূপ প্রভাব, যে লোককে সৎপথ হইতে কুপথে লইয়া যায়।

পৃথ্বী। যথার্থ! এই দেখ, স্বর্গারোহণের সরলতম পথ যে যুদ্ধক্ষেত্র, তাহা ত্যাগ করিয়া লোকে প্রাণভয়ে পলায়ন করে, একি সামান্য ভ্রমের কর্ম্ম?

আবীর। (প্রবেশ করিয়া সপ্রণামে) আয়ুষ্মন, কনোজ-রাজের শিবিরে কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় না, শিবির সকল স্থির ও নিস্তব্ধ আছে, এবং সেনারা নিদ্রা যাইতেছে।

পৃথ্বী। তবে জয়চন্দ্র কিছুই জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারিলে সৈন্যাদির মধ্যে এক প্রকার ব্যস্ত-ভাব থাকিত, উত্তম হইয়াছে! যেরূপ স্থির ছিল, সেই রূপই কর্ম্ম হইবে।

গণ। সে কি প্রকারে হয়? রাজকন্যার নিকট আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী যখন পড়িয়াছে, তখন তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পিতাকে আমাদিগের আগমনবার্ত্তা কহিতে পারিবেন বিবেচনা করিয়া অনুমতি করুন, আমাদিগের যথাশক্তি সতর্ক থাকা আবশ্যক কি না?

সমর। উত্তম বলিয়াছ, সতর্ক হওয়া অতি আবশ্যক, প্রকাশ না হয় সেতো ভালই। আর যদি প্রকাশ হয়, সতর্ক থাকিলে নিতান্ত বিভ্রাটে পড়িতে হইবে না।

পৃথ্বী। তবে আর কি রূপ ব্যবস্থা করিবে?

সমর। গণবীর! সেনা সমস্তকে এরূপ ভাবে রাখিবে, যে ইঙ্গিত শ্রবণ মাত্রেই যেন আমার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে। যেরূপে ভাল হয়, তুমি করিও

গণ। যে আজ্ঞা, আমি সেই রূপই করিব। আগত রাজাদিগের সহচর বেশে যজ্ঞগৃহের দ্বারেই যথেষ্ট-লোক থাকিবে, আমিও স্বয়ং সেই স্থানে থাকিব। আর বক্রী সমস্ত লোক ছদ্মবেশে অনতিদূরে থাকিবে। আবীরচন্দ্র ও মথুরাদাস উত্তর দ্বারে লোকমণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি সহস্র চৌহান সেনা লইয়া থাকিবে;

হীরানন্দ দ্বাদশ সহস্র সেনা লইয়া পশ্চিম দ্বারে থাকিবে।

পৃথ্বী। হীরানন্দ কখন আসিয়াছে?

গণ। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে।

পৃথ্বী। ভাল হইয়াছে, তাহার না আসাতে আমার ভাবনা হইয়াছিল। তাহার সেনারা অটলযোদ্ধা, সহস্র সেনার মধ্যেও একক ভীত হয় না।

গণ। আজ্ঞা সত্য।

পৃথ্বী। তাহার পর আর কিরূপ ব্যবস্থা হইল?

সমর। আমার বিংশতি সহস্র গেহলোট-সেনা দক্ষিণ দ্বারে থাকিবে।

পৃথ্বী। আপনি কত সেনার সহিত আমার নিকটে থাকিবেন?

সমর। পুরির ভিতর অনেকে থাকা অসম্ভব, এজন্য আমি, গণবীর, ও কয়েক জন বহুদর্শী দিল্লী ও মিবার সেনানায়ক তোমার নিকটে থাকিব।

পৃথ্বী। সপ্ততি সহস্র সেনা একত্র হইলে অভীষ্ট সিদ্ধির সন্দেহ কি? জয়চন্দ্র জানিতে পারিলে স্পষ্টই আক্রমণ করিব।

সমর। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। যে পর্য্যন্ত এই মন্ত্রপূত অসি আমার হস্তে থাকিবে, এবং যে পর্য্যন্ত আমার ভগবান একলিঙ্গের প্রতি দৃঢ়ভক্তি আছে, সে পর্য্যন্ত শত্রুভয় করি না।

গণ। কিছুইতো কমি নাই।

(বৈতালিকদের গীতারম্ভ।)

পৃথ্বী। ও কি! ইহার মধ্যে বৈতালিকেরা যে গান আরম্ভ করিল?

গণ। অদ্য কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গের আবশ্যক, বোধ করি, তজ্জন্যই হইবে।

সমর। তবে এস্থানে আর থাকা নহে, চল।

[সকলের প্রস্থান।

গীত।

দেখ লোক প্রাচী ধনী কি মধুর হাসিছে।
সুগন্ধ মলয় মন্দ সমীরণ বহিছে॥
সুবর্ণ কিরণ চলে, নীলবর্ণ নভঃস্থলে,
নানাবিধ রঙ্গ গুলি নব রবি আসিছে।
তরুণ অরুণভয়ে, নিশির তিমির চয়ে,
গভীর গহ্বরে গিয়া সভয়েতে পশিছে।
প্রবোধিত মহারাজ, সাধিবেন মহাকাজ,
শুনি তাহা রিপুদল মনোদুখে মরিছে।

সপ্তমাঙ্ক।

যজ্ঞশালায় রাজগণ উপবিষ্ট।

(নেপথ্যে গীত)

সূর্য্য সমান প্রতাপরাজ জয়চন্দ্ররাজ রে।
সপ্তজলধিপার যাঁর, যশ যায় অনিবার,
এই ভূপভূপতিসার, বিদিত ভুবন মাঝ রে।
বীরচূড়া নয়ন পাল, নাশিয়া অজয়পাল,
পাইলেন কনোজপাল, উপনাম কামধ্বজ রে।
পদ্মরত তনয় তাঁর, আছিলা সমর সার,
পুঞ্জ তাঁর এক কুমার, সতত সুপথব্রজ রে॥
ধর্ম্মভম্মো কুমার তাঁর, রূপেতে জিনিয়া মার,
অজয়চন্দ্র পুত্র তাঁর, করিলা বিবিধ কাজ রে।
উদয়চন্দ্র তাঁর পর, নানাবিধ গুণধর,
নৃপতিরাজ তাঁর পর, সবল সমর সাজ রে॥
তাঁর পর কনকসেন, শেষপাল মেঘসেন,
বীর, দেব, বিমলসেন, ক্রমেতে করিলা রাজ রে।
তাঁর পর দান ভূপ, ভুবনে অসম রূপ,

মুকুন্দ, ভূদ রাজভূপ, ত্রিপাল ত্রিপুঞ্জ রাজ রে॥
বিজয়চন্দ্র দেব বীর, সংগ্রাম সময়ে ধীর,
আছিল বহু মান যাঁর, ভূপতি সমাজ মাঝ রে॥
ইন্দ্রশরীর অবতংশ, এই রাজপুত্রবংশ,
উজ্জ্বল করিলা পুত্র তাঁর, কনোজভূষণ রাজ রে॥

জয়। (প্রবেশ করিয়া) অদ্য আমার সুপ্রভাত; পরমেশ্বরের কৃপাবলেই আমার ভাগ্যে এ সুখ হইল, অদ্য আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলাম, ভারত ভূম্যোজ্জ্বলকারী নরপতিচক্রের এ প্রকার অনুগ্রহ যে আমার উপর হইবে, আমি স্বপ্নেও জানি না। (উপবেশন)।

বন্দিগণের গীত।

আহা মরি একি হেরি অতুল ভুবন তলে।
ভারতভূপালগণ মিলিয়াছে এক স্থলে॥
আজি দেব জয়চন্দ্র, বসেছেন সম চন্দ্র,
শোভিছে যত নরেন্দ্র, তারকা নভোমণ্ডলে।
কিম্বা ইন্দ্র শুভক্ষণে, যেন অলকা ভবনে,
বসেছেন বার দিয়া, পরিবৃত দেবদলে॥
সুযশের জয়ধ্বনি, পবনে চালিত শুনি,
শরণ লইছে আসি, রিপুদল পদতলে॥

জয়। অনলবারাপতি! সমস্ত মঙ্গল? বহু দিনের পর আপনকার সহিত সাক্ষাৎ।

অনল। পূর্ব্বে বরং মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত, কিন্তু এক্ষণে আর তাহা হয় না। আর কি প্রকারেই বা হইবে, আপন আপন কর্ম্ম সমাধান্তে অবকাশ পাইলেতো বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাতে পুনঃ দূরস্থ বন্ধুসমাগম দুর্লভ।

জয়। গোয়ালিয়রপতি! রাজ্যের সমস্ত কুশল?

গোয়ালি। রাজ্যের কুশল আর কি বলিব, গত বৎসরের অনাবৃষ্টিজাত দুর্ভিক্ষ এখনও তিরোহিত হয় নাই। অর্থব্যয় ও যত্নের কিছু মাত্র ত্রুটি করিতেছি না, কিন্তু কোন মতেই প্রজাগণকে সচ্ছন্দ করিতে পারিতেছি না।

জয়। এখনও আপনার প্রজা সকল কষ্ট পাইতেছে? কি সর্ব্বনাশ! গোয়ালিয়রের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে যে সকল কথা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব।

গোয়ালি। যথার্থ, প্রথমাবস্থায় যে প্রকার হইয়াছিল, সেরূপ অত্যল্পই ঘটে, এখন তাহার শুক আনাও নাই; খাদ্যাদি সমস্ত প্রাপ্য হইয়াছে, কেবল কিঞ্চিৎ মূল্যাধিক্য আছে।

জয়। এবৎসর বৃষ্টি কি রূপ?

গোয়ালি। এবৎসর বৃষ্টি পর্য্যাপ্ত হওয়াতে শস্য

যথেষ্ট হইয়াছে। বোধ করি, যে কিঞ্চিৎ কষ্ট আছে, তাহাও সত্বরে যাইবে।

জয়। (বঙ্গপতির প্রতি) আপনকার শারীরিক সমস্ত কুশল, রাজ্যে কোন বিঘ্ন নাই?

বঙ্গ। ভবদীয় প্রসাদে সমস্ত মঙ্গল, রাজকার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে।

জয়। (জসলমিরপতির প্রতি) জসলমিরে এবৎসর যথেষ্ট জল হইয়াছে, বৎসর বৎসর যেরূপ জলকষ্ট হয়, তাহা এবার নাই।

জসল। আজ্ঞা হাঁ, জগদীশ্বর এবৎসর আমাদিগকে জলকষ্ট হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

জয়। (চুণ্ডারপতির প্রতি) পুঞ্জরাজ! আপনি এত দিনের পর যে দিল্লীশ্বরের অপকর্ম্মতা জ্ঞাত হইয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।

চুণ্ডার। (স্বগত) হাঁ, দিল্লীশ্বরের অপকর্ম্মতা আমি যে রূপ জ্ঞাত হইয়াছি, তাহা কিঞ্চিৎ পরেই জানিবে। (প্রকাশ্যে) এতকাল ভ্রমক্রমেই তাঁহার প্রশংসা করিতাম, এক্ষণে সে ভ্রম তিরোহিত হওয়াতে আপনকার বীরযশোনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

জয়। বুন্দিপতি হাম্বিরও আমার দলভুক্ত হইয়াছেন।

চুণ্ডার। ভালই করিয়াছেন, এখন দিল্লীশ্বরের দল দিন দিন ভঙ্গ হইবে।

জয়। (বারাণসীপতির প্রতি) এইবার আমরা দুষ্ট পৃথ্বীরাজ এবং মিবারপতির যে অপমান করিলাম, তাহা রাজপুত্রকুলে কেহই সহ্য করে না।

বারাণসী। সহ্য না করিয়াই বা করেন কি?

যাজি। (প্রবেশ করিয়া) আয়ুষ্মন, স্বয়ম্বরের সময় উপস্থিত, রাজকন্যাকে সভায় আনিতে অনুমতি করুন, বিলম্ব করা নহে, পরিশুদ্ধকাল অধিকক্ষণ নাই।

জয়। যে আজ্ঞা, আমি সঞ্জুক্তাকে আনাইতেছি। (সকলের প্রতি চাহিয়া) শুভলগ্ন উপস্থিত, আপনারা অনুমতি করিলে কন্যাকে আনিতে বলি।

সকলে। যে আজ্ঞা, শুভকর্ম্মে বিলম্ব নিষিদ্ধ।

জয়। মাল্যবান।

কঞ্চুকী। (প্রবেশ করিয়া সপ্রণামে) মহারাজ ভৃত্যকে কি অনুমতি হয়?

জয়। সঞ্জুক্তাকে এস্থানে আনয়ন কর।

কঞ্চুকী। (প্রণামান্তে) যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে গীত।

দেখহ নৃপতিগণ যেবা আঁখি ধর।
রাজবালা নিরুপমা গুণের আকর॥

ঘন জিনি কেশপাশ, বিজুলি জিনিয়া হাস,
খঞ্জনগঞ্জন আঁখি, মুনিমনোহর।
কবিকুল বর্ণে বর্ণে, শুনহ সকলে কর্ণে,
নয়নগোচর সবে, আজি তাহা কর॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী, কামের কামিনী রতি,
একত্রে তিনের বাস, সবে দৃষ্টি কর।
রূপগুণ কুলে শীলে, হেন আর নাহি মিলে,
ধন্য সেই ধরাতলে, যে হইবে বর॥

(সখী সহিত সঞ্জুক্তা প্রবেশ করিয়া প্রণাম।)

মধুমা। রাজকন্যা ভূপতিগণকে বন্দনা কচ্চেন।

সকলে। মঙ্গলোস্তু।

জয়। বৎসে! এই ভারতভূমির ভূষণ স্বরূপ নৃপতি সকল উপস্থিত আছেন, ইহাদিগের মধ্যে যাঁহাকে তোমার স্বেচ্ছা হয় বরণ কর; প্রমুখ তুমি ক্রমশঃ রাজগণের গুণাবলি সঞ্জুক্তাকে শ্রবণ করাও।

প্রমুখ। রাজকুললক্ষ্মি! আমি রাজগণের একে একে গুণকীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন।

ভীমদেব দেখ, দেবি ! পত্তনের পতি
করিলা অদ্ভুত কীর্ত্তি যৌবনে যে জন
স্নেহ সহ রণে ; আর যাঁর গুণাবলি
শুনি তুষ্ট বায়ু, আপনি বহেন তাহা
দেশ দেশান্তরে, যথা, কুসুম সুগন্ধে
বহেন প্রভাত কালে বসন্ত উদয়ে।

সম্মুখে তোমার দেখ রাজা সালবান,
যাঁর বুদ্ধিবলে, মরুস্থান জসলমির
(বালুকাপূরিত মরুক্ষেত্র মধ্যে থেকে)
নানাবিধ শস্যেতে সবুজ বর্ণেশোভে ;
শোভে যথা শঙ্করের শ্বেত দেহ মাঝে
গরল ভক্ষণ চিহ্ন নীল কণ্ঠদেশ।

কনোজের মিত্র বলি বিদিত ভুবনে
করভ সমান, দেবি ! নব বলে বলী,
স্বহস্তে নাশিলা যেবা ভীষণ শার্দ্দূলে,
এই সেই ধরাপতি বীর মহাযশাঃ।

এই যে নৃপতি, দেবি ! রাজদল মাঝে
কীর্ত্তিচন্দ্র নামে খ্যাত বঙ্গ দেশপতি,
অসম সাহস যাঁর দেখি রনস্থলে
থর থর কাঁপে রিপু অস্ত্র পরিহরি,

কাঁপে যথা মৃগকুল অকস্মাৎ হেরি
বিকট আকার ভীম কেশরী দুর্জয়ে।
দেখ, দেবি! আবুপতি প্রমর ভূপাল,
অচল সমরস্থলে ধ্রুব তারা সম ;
জ্ঞাত যার গীতশক্তি, অতুল্য জগতে,
ভূরে সিংহ স্থানে শিক্ষা বহু যত্নসহ।
কনোজের মিত্র ঘেরবাল বংশধর
বারাণসীপতি প্রতি দেখহ চাহিয়া
বিজ্ঞান সাহিত্য অঙ্ক শাস্ত্রে কৃতিতম
সরস্বতী বরপুত্র উপাধি ইহাঁর।
দেখ, দেবি! কনোজের নবমিত্রবর
ঢুণ্ডার ভূপাল, নাম দেব পুঞ্জরাজ,
কৌশেয় বিখ্যাত নলরাজা যার কুল
উজ্জ্বলিলা পূর্ব্বকালে রিপুদল দমি।
এই দেখ, দেবি! বসি গোয়ালির পতি
নানাবিধ শুভগুণে প্রপূরিত দেহ,
সদা ধর্ম্মপথে মতি দেখিয়া যাঁহার
ধর্ম্মরাজ বলি লোক করে বহু মান।
ইদর দেশের ডাবিবংশ্য নরপতি
দেখ, দেবি! সভাস্থল শোভিছেন আজি,

রূপের তুলনা এঁর নাহি ধরাতলে
রতি পুষ্পশরে ছাড়ে হেরিলে ইহাঁরে।
দেখহ নাহাররেও মণ্ডোর ভূপতি
আপন বলেতে বলী, মধ্যদেশ শোভা,
নিজবাহু বল আর অসম কৌশল
দেখিয়া যাঁহারে রাজছত্র দিল লোকে,
যদিও উদ্ভব নহে রাজবংশে এঁর
তথাপি বিবিধ মান পান সভা মাঝে!
দেখ, দেবি! সিদ্ধরাজ তব পিতৃসখা
রক্ষিত সোলাঙ্কি বংশ নাম যাঁহা হতে,
শত শত রাজা যাঁরে তোষেন সতত
পূজিয়া চরণযুগ কর উপচারে,
কমলা অচলা বসি যাঁর রাজকোষে
করেছেন হৈমবত সম রত্নাকর।
স্বর্গবাসী লোকপাল দেবের তনয়
এই দেখ বুন্দিপতি হারাকুলচূড়া
হাম্বির ভূপাল, যিনি ত্যজি পৃথ্বীরাজে
হয়েছেন নববন্ধু কনোজ রাজের,
দাতাকর্ণ সম ইনি বহুধন দানে
দরিদ্রের দুঃখনাশে অনুরত সদা।

জয়। কেন মা নম্র মুখে রহিলে?

মধুমা। (জনান্তিকে) স্থির হও। (প্রকাশে) মহারাজ! সঞ্জুক্তা আপনকার অনুমতি অপেক্ষা করিতেছেন।

জয়। বৎসে! তোমার যাঁহাকে ইচ্ছা হয়, মাল্যদান কর।

মধুমা। এই মাল্যগ্রহণ কর।

(সঞ্জুক্তার পৃথ্বুরাজের দ্বারবানকে মাল্যদান)

বঙ্গ। একি!

গোয়ালি। রাজস্বয়ম্বরে দ্বারবান বৃত!

আবু। এ কে সহ্য করিবে! (করবারে হস্তদান)

জয়। ওরে পাপীয়সি! তুই কি এত নৃপতির মধ্যে বরণের যোগ্য পাত্র পাইলিনি? তোহতে আমার কুলমান সকল নষ্ট হইল, তোর শৈশবে মরণ হয়নি কেন? আমাকে শেষাবস্থায় এইরূপে অবনত করিবার জন্য কি বিধাতা তোকে বাঁচাইয়াছিলেন? দূর রাক্ষসি! তোকে মারিলে স্ত্রীহত্যার পাতক হয় না! আমি তোকে ও তোর নরাধম বরকে নষ্ট করিয়া আমার নির্ম্মলকুলের কলঙ্ক মোচন করি। (অসিনিষ্কাশনোদ্যম)।

দ্বারবান। (সঞ্জুক্তাকে পশ্চাৎ করত অগ্রসর হইয়া) দেখ জয়চন্দ্র! তুমি আমার সর্ব্বদা নিন্দা কর, এই যজ্ঞোপলক্ষে তুমি আমার অপমানার্থ যত্ন করিয়াছিলে, কিন্তু শৃগালে সিংহের মন্দ করিতে পারে না।

(দ্বিজ বেশ) এই দেখ, তোর কন্যা লইয়াছি ও যজ্ঞপণ্ড করিয়াছি, তুই আমার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবি নে। (অসি নিষ্কাশন)।

জয়। পাপিষ্ঠকে সংহার কর। (অগ্রসর)।

সমর। (প্রবেশ করিয়া) দিল্লী ও মিবার-বন্ধু সকল সাবধান। (পৃথ্বীরাজের প্রতি) বিলম্ব নহে, কন্যা লইয়া চল, পরে দুষ্টকে বুঝিব।

পৃথ্বী। (কন্যা লইয়া গমনোদ্যম) তোর পরমায়ু অধিক নাই।

(যবনিকা পতন।)

নেপথ্যে গীত।

যজ্ঞ নাশি কনোজরাজের করি জয়।
মহাবীরে রক্ত দিয়ে রিপু করি ক্ষয় ॥
আসিছেন বীর সাজ, দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ,
সঙ্গেতে মিবার-রাজ, জয় জয় জয়।
শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে, বীরমালা দোলে ধীরে
স্বদলে আসি অচিরে, হবেন উদয় ॥

রত্নসিংহাসনোপরে. দেবাকৃতি বীরবরে,
বসাইয়া উচ্চৈঃস্বরে, গাইব বিজয় ॥
পার্শ্বদেশ আলো করি, বসিবে নবসুন্দরী,
শোভিবে যত কিঙ্করী, অপ্সরী নিচয়
ধন্য বীর-খর অসি. ধন্যবীর দুঃসাহসী,
যে লভিল এরূপসী, বীর জয় জয় ॥

সমাপ্ত।